

কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

রচনা

মোহাম্মদ মজিবুর রহমান

মোঃ শাহরিয়ার হায়দার

সুমেরা আহসান

সম্পাদনা

ড. মেহতাব খানম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর নির্দেশনা অনুসারে কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষাক্রম কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্ম ও পেশার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ শিক্ষার ধারা নির্ধারণে সক্ষম করে তোলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রক্ষয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও পেশাগত জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতামূলক মনোভাবসম্পন্ন, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী একটি নতুন প্রজন্ম গঠনে নব প্রবর্তিত এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিরাঙ্গন, নমুনা প্রশাদি প্রক্ষয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	মেধা, কায়িকশ্রম ও আত্ম - অনুসন্ধান	১-৩৫
দ্বিতীয়	আমাদের কাজ : যেগুলো অন্যেরা করে	৩৬-৪৯
তৃতীয়	আমাদের শিক্ষা ও কর্ম	৫০-৮০

প্রথম অধ্যায়

মেধা, কার্যকশূম ও আত্ম-অনুসন্ধান



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- মানব জীবনে শ্রমের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আত্মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আত্মর্যাদাশীল, আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল হতে আগ্রহী হব;
- শ্রমের র্যাদা প্রদানে আগ্রহী হব;
- নেতৃত্ব প্রদানের সাথে সাথে নৈতিক ও দায়িত্বশীল আচরণে উদ্বৃদ্ধ হব;
- অন্যের মতামত শুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব।

পাঠ : ১ ও ২

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মেধা ও কার্যক শ্রম

আমরা এখন নিজেদের সভ্য ও আধুনিক মানুষ হিসেবে দাবি করি। কিন্তু এ অবস্থানে আসতে পারি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। মানুষের মেধা ও শ্রমের যুগপদ সম্মিলনে আমরা আজকের এ অবস্থানে পৌছাতে পেরেছি। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানবজাতির মেধা ও কার্যকশ্রম উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। এসো তার কিছুটা আমরা জেনে নিই।

দক্ষিণ এশীয় সভ্যতা

প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ ছিল আমাদের আজকের এই স্থাবীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই উপমহাদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। অনুমান করা হয় আজ থেকে প্রায় সপ্তর হাজার বছর আগে এ অঞ্চলে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল। তারা পাহাড়ের গুহায় বসবাস করত।

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ভূমি খুব উর্বর। বনে-জঙ্গলে জন্মাত নানা ফলের গাছ। সে সময়ে মানুষ ফলমূল সংগ্রহ করে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করত। তারা কিন্তু সব ফল খেত না। তারা শিখেছিল কোন ফল খাওয়া যায় আর কোন ফল খাওয়া যায় না। তখন বসতি স্থাপন করা



সহজ কেনো ব্যাপার ছিল না। বসতি স্থাপনের জন্য তাদের গুহা খুঁজে বের করতে হতো। কখনো কখনো তারা উচু ঢালে গুহা খনন করত। যথাযথভাবে গুহা খনন করা না হলে মাটি ধসে ক্ষতি, এমনকি মারা যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল।



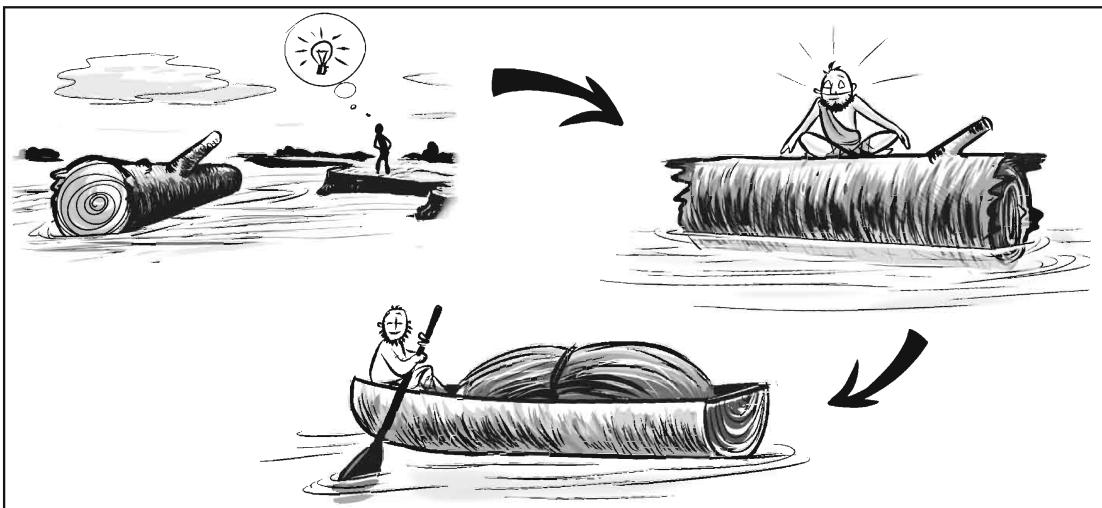
তাই গুহা খনন করাটা ছিল একটা বিশেষ দক্ষতা। কার্যকশ্রম ও মেধাশ্রমের মৌখ প্রয়োগে প্রাচীন মানুষ এ দক্ষতা অর্জন করেছিল। এছাড়া সে যুগের মানুষকে পানির কথাও ভাবতে হতো। পানি ছাড়া জীবন চলে না। তাই প্রাচীন সভ্যতা সাধারণত নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল। এছাড়া নদীর দু'পাশের জমি বেশ উর্বর হওয়ায় সেখানে ফলের গাছ সহজে জন্মাত। এ ধরনের জায়গায় বসতি স্থাপন ছিল সুবিধাজনক। বসতি স্থাপনের জন্য

এমন জায়গা তাদের নির্বাচন করতে হতো যা প্রাকৃতিক বিপদমুক্ত। আশেপাশে শিকার করার মতো প্রাণী ও ফলমূল ইত্যাদি সহজে পাওয়ার সুবিধা থাকার পাশাপাশি থাকতে হবে পানি। বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ এসব বুবাতে পেরেছিল। তাই বলা যায় বসতি স্থাপনের জন্য জায়গা নির্বাচন করা মেধাশ্রমের উদাহরণ। আবার জায়গা নির্বাচনের পর সেখানে বসতবাড়ি গড়ে তুলতে মানুষকে অনেক কায়িকশ্রম করতে হতো।



উপরের চিত্রে একজন মানুষ তার থাকার জায়গা তথ্য বাসস্থানের কথা চিন্তা করছে; চিন্তা করছে সে অনুযায়ী বাড়ি বানানোর। এর পাশাপাশি চিন্তা করছে বাড়িটি বানাতে কী কী উপাদান লাগবে। তারপর সে চিন্তা করে বের করবে এসব উপাদান কোথায় পাবে, কীভাবে সংগ্রহ করবে। এ সকল ভাবনা-চিন্তার কাজই হলো মেধাশ্রম। আবার বাড়ি বানানোর উপাদানগুলো সংগ্রহ করতে এবং বাড়ি বানাতে তাকে কায়িকশ্রম করতে হবে। এ থেকে আমরা বুবাতে পারি, এখন নয় বরং সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কায়িকশ্রম ও মেধাশ্রম উভয়ই ছিল।

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর: এখানে কোথায় মেধাশ্রম ও কোথায় কায়িকশ্রম চিহ্নিত কর।



আমাদের ভূখণ্ডে প্রাচীন সভ্যতা

আড়াই হাজার বছরেরও প্রাচীন আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। রাজধানী ঢাকার অনতিদূর নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে মিলেছে এমন সব নির্দশন, যার ভিত্তিতে লিখতে হচ্ছে বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ পাহাড়ের গুহা ও গাছের কোটরে বাস করত। মানুষের প্রথম স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে। আর ভারতের মেহেরগড়ে মিলেছে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম কৃষিনির্ভর স্থায়ী বসতির নির্দশন। উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া গেছে মাটিতে গর্ত করে বসবাসের উপযোগী ঘরের চিহ্ন ‘গর্ত-বসতি’। এখানকার দুর্গ-নগরের অভ্যন্তরে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের প্রাচীন একটি ঘরের ধসে পড়া মাটির দেয়ালের চিহ্ন পাওয়া গেছে। একমাত্র উয়ারী-বটেশ্বর ছাড়া বাংলাদেশে এ ধরনের মাটির প্রাচীন স্থাপত্যের নির্দশন অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। শুধু গর্ত-বসতি নয়, উয়ারী-বটেশ্বরে মিলেছে এমন সব নির্দশন, যা দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে আমাদের সভ্যতা আড়াই হাজার বছরের পুরোনো। উয়ারী-বটেশ্বরে আবিস্কৃত উল্লেখযোগ্য নির্দশনাদির মধ্যে রয়েছে: মূল্যবান পাথরের পুঁতি, মাটির পাত্র, বাটখারা, মুদ্রা, রাস্তা, ইটের পূর্ণ কাঠামো, গর্ত-নিবাস প্রভৃতি।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকেরা মাটি খননকালে একটি পাত্রে কয়েকটি মুদ্রা পান, যা ছিল বঙ্গ ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। এখানে আবিস্কৃত হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর, বন্দর, রাস্তা, পার্শ্ব-রাস্তা, পোড়ামাটির ফলক, পাথর ও কাচের পুঁতি, মুদ্রাভাসরসহ উপমহাদেশের প্রাচীনতম ছাপাক্ষিত রৌপ্যমুদ্রা ও আরো অনেক কিছু। নেদারল্যান্ডের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর এখানকার দুর্গ-নগর বসতিকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অন্দের বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উয়ারী গ্রামে ৬০০ মিটার দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট বর্গাকৃতি দুর্গ-প্রাচীর ও পরিখা রয়েছে। ৫.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আরেকটি বহির্দেশীয় দুর্গ-প্রাচীর ও পরিখা আড়িয়াল খাঁ নদের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটিকে স্থানীয় লোকজন অসম রাজার গড় বলে থাকেন। এরপ দুটো প্রতিরক্ষা প্রাচীর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বা প্রশাসনিক কেন্দ্রের নির্দেশক, যা প্রাচীন নগরায়ণেরও অন্যতম শর্ত। উয়ারী গ্রামে আবিস্কৃত হয়েছে ১৬০ মিটার দীর্ঘ, ৬ মিটার প্রশস্ত একটি প্রাচীন পাকা রাস্তা, যা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে ইটের টুকরা, চুন, উন্তর ভারতীয় কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রের টুকরা, তার সঙ্গে রয়েছে মাটির লৌহযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা। এত দীর্ঘ ও চওড়া রাস্তা এর আগে পুরো গঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণ সভ্যতার কোথাও আবিস্কৃত হয়নি। গঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণ বলতে সিঞ্চু সভ্যতার পরের নগরায়ণের সময়কে বোঝায়। এই রাস্তাটি শুধু বাংলাদেশে নয়, সিঞ্চু সভ্যতার পর ভারতবর্ষের পুরোনো রাস্তার একটি।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়াল খাঁ নদের মিলনস্থলের কাছে কয়রা নামের একটি নদীখাদ রয়েছে, যার দক্ষিণ তীরে গৈরিক মাটির উঁচু ভূখণ্ডে উয়ারী-বটেশ্বরের অবস্থান। টলেমির বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, আদি যুগে উয়ারী-বটেশ্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের মালামাল সংগ্রহ ও বিতরণের সওদাগরি আড়ত হিসেবে কাজ করত। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে স্থানটি আদিকাল পর্বের বাহিবাণিয়া কেন্দ্র হিসেবে অনুমিত হয়।

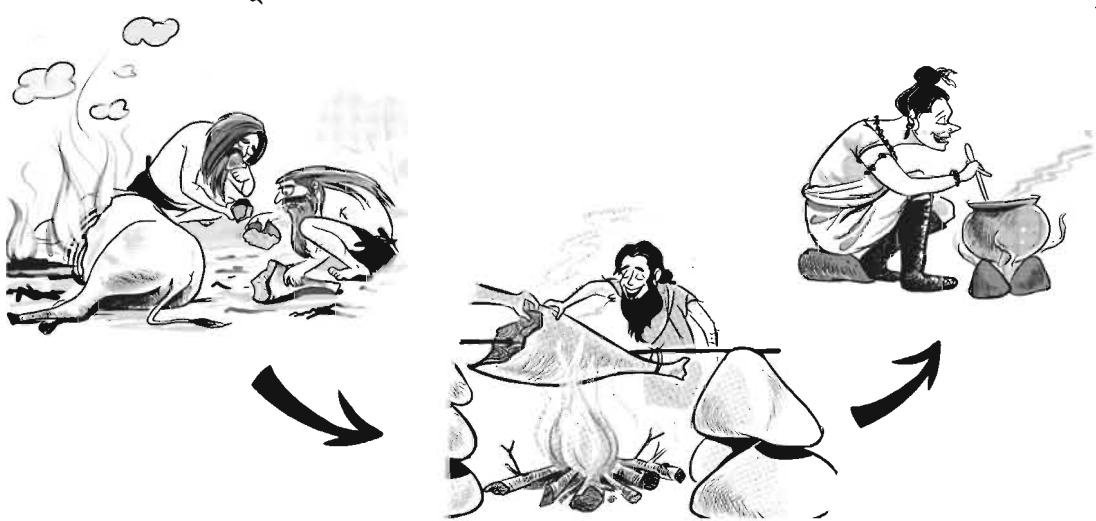
দলগত কাজ

উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চল সম্পর্কিত আলোচিত অংশ হতে মেধাশ্রম ও কায়িকশ্রমের উদাহরণগুলো চিহ্নিত কর।

পাঠ : ৩

আগুন আবিষ্কারের কাহিনী :

আধুনিক সভ্যতায় আগুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যতার শুরুতেই মানুষ আবিষ্কার করেছিল আগুন। বলা হয়ে থাকে যে কয়েকটি আবিষ্কার মানুষকে সভ্য মানুষ হিসেবে পরিচিত করেছে তার মধ্যে আগুন অন্যতম। মানব সভ্যতার শুরুর দিকে যখন মানুষ গুহায় কিংবা গাছের ডালে বাস করত তখন আগুন ছিল তাদের কাছে খুব ভয়ের বিষয়বস্তু। তারা আগুনকে ভাবত দেবতার রোমের বহিপ্রকাশ। তাই বনে আগুন লাগলে তারা দেবতাকে খুশি করার জন্য নানাকিছু করত। এভাবে শত শত বছর চলে যাওয়ার পর তারা আবিষ্কার করেছে প্রকৃতিতে কীভাবে আগুন সৃষ্টি হয়। কীভাবে শুকনো ডালে ডালে ঘষা লেগে সৃষ্টি হওয়া স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে বিশাল আগুন। আবার পাথরে পাথরে ঘষা লেগে কীভাবে আগুন সৃষ্টি হয় সেটাও মানুষ আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু শুধু আগুন সৃষ্টি করলেই তো হবে না, আগুনের উপর নিয়ন্ত্রণও থাকতে হবে। আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করতে, আগুনকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে মানুষের অনেক বছর সময় লেগেছে।



প্রাকৃতিক ঘটনা দেখে শেখা, আগুন ধরানোর কৌশল আয়ত্ত করা ইত্যাদি মেধাশ্রম ও কায়িকশ্রমের সমন্বিত উদাহরণ। আগুনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আগুনকে নিজের কাজে লাগানোর দক্ষতা মানুষ অর্জন করেছে মেধাশ্রম ও কায়িকশ্রম একসাথে প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

আচ্ছা, তেবে দেখ তো, আগুন ধরাতে না হয় মানুষ শিখল, কিন্তু আগুনকে নিজের কাজে কীভাবে লাগানো যায়, কোন কোন কাজে লাগানো যায় তা মানুষ শিখল কীভাবে ?

কোনো একদিন হয়তো কিছু ক্ষুধার্ত মানুষ খাবারের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। খুঁজতে খুঁজতে হয়তো দাবানগের আগুনে পুড়ে যাওয়া কোনো প্রাণীর মাংস তারা খেয়ে বেশ মজা পেয়েছিল। সবাই দেখল যে কোঁচা মাংসের চেয়ে পোড়া মাংসের স্বাদ ভালো। তখন তারা মাংস আগুনে পুড়িয়ে খেতে শুরু করে। এভাবে প্রচলন হয় রান্নার। অর্থাৎ মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছিল প্রাকৃতিক ঘটনা দেখে। আমরা এখনও প্রাকৃতিক ঘটনা দেখে অনেক কিছু শিখি। আগের দিনে তো দিয়াশলাই ছিল না, ছিল না গ্যাস লাইটারও। মানুষকে পাথর ঘষে ঘষে আগুন জ্বালাতে হতো। এভাবে আগুন জ্বালানো ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। তাই বেশিরভাগ মানবগোষ্ঠী সবসময় আগুন জ্বালিয়ে রাখত। কীভাবে দীর্ঘ সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখা যাবে তা মানুষ শিখেছিল মেধাশ্রমের মাধ্যমে। মেধাশ্রম মানুষকে শিখিয়েছিল তার জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বস্তু ও প্রযুক্তি উঙ্গাবন করতে। প্রাচীন মানুষের কোনো আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ছিল না, প্রকৃতির কোলে বসে প্রকৃতি থেকে তারা শিখত। প্রকৃতির নানা ঘটনা দেখে তারা সেটা নিয়ে ভাবত, চিন্তা করত ও মাথা খাটাত। এভাবে মাথা খাটানো মেধাশ্রমের উদাহরণ। অর্থাৎ মেধাশ্রমের মাধ্যমে তারা অনেক কিছু শিখত। যেমন- প্রাচীন মানুষরা খেয়াল করেছিল বাতাস না থাকলে আগুন জ্বলে না। আবার বেশি বাতাসে আগুন নিতে যায়। কাজেই আগুন জ্বালানোর জন্য বাতাস নিয়ন্ত্রণ করাটা জরুরি। আবার ভেজা কোনো কিছুতে আগুন লাগে না। সেটাও মানুষ শিখেছে মেধাশ্রমের মাধ্যমে।

পাঠ : ৪

চাকা আবিষ্কার : একটি মাইলফলক

অনেক অনেক আগে মানুষ একা একা বসবাস করত। একসময় তারা বুবতে পারল একা একা বাস করা খুব কঠিন। সব কাজ নিজেকেই করতে হয়। এছাড়া বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ভয় তো আছেই। তাই তারা আস্তে আস্তে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করল। ভবঘূরে মানুষ হলো সমাজবন্ধ, সামাজিক জীব। সমাজে বসবাসের প্রয়োজনে মানুষকে অনেক কিছু করতে হতো। অনেক ভারি দ্রব্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে হতো। যেমন- বাড়িয়র, রাস্তাঘাট, উপাসনালয় ইত্যাদি তৈরির জন্য বড় বড় পাথর খণ্ড। বলতে পার এসব পাথর মানুষ কীভাবে বহন করত? প্রথম প্রথম এসব বড় পাথর খণ্ড ও অন্যান্য জিনিস মানুষ নিজেদের কাঁধে মাথায়ও বহন করত। কিন্তু এতে অনেক শারীরিক সমস্যা হতো। তখন তারা ভারি বস্তগুলো গাছের গুড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে নেওয়ার কৌশল বের করল।

এভাবে অনেক দিন চলল। বড় বড় ইমারত, পিরামিড ইত্যাদি তৈরির জন্য বিশাল বিশাল পাথর তারা এভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। কিন্তু এতে অনেক সময় লাগত। অনেক গাছ কাটতে হতো। তাই তারা গাছের গুড়ির আকৃতির কোনো কিছু বানানোর চেষ্টা করল।

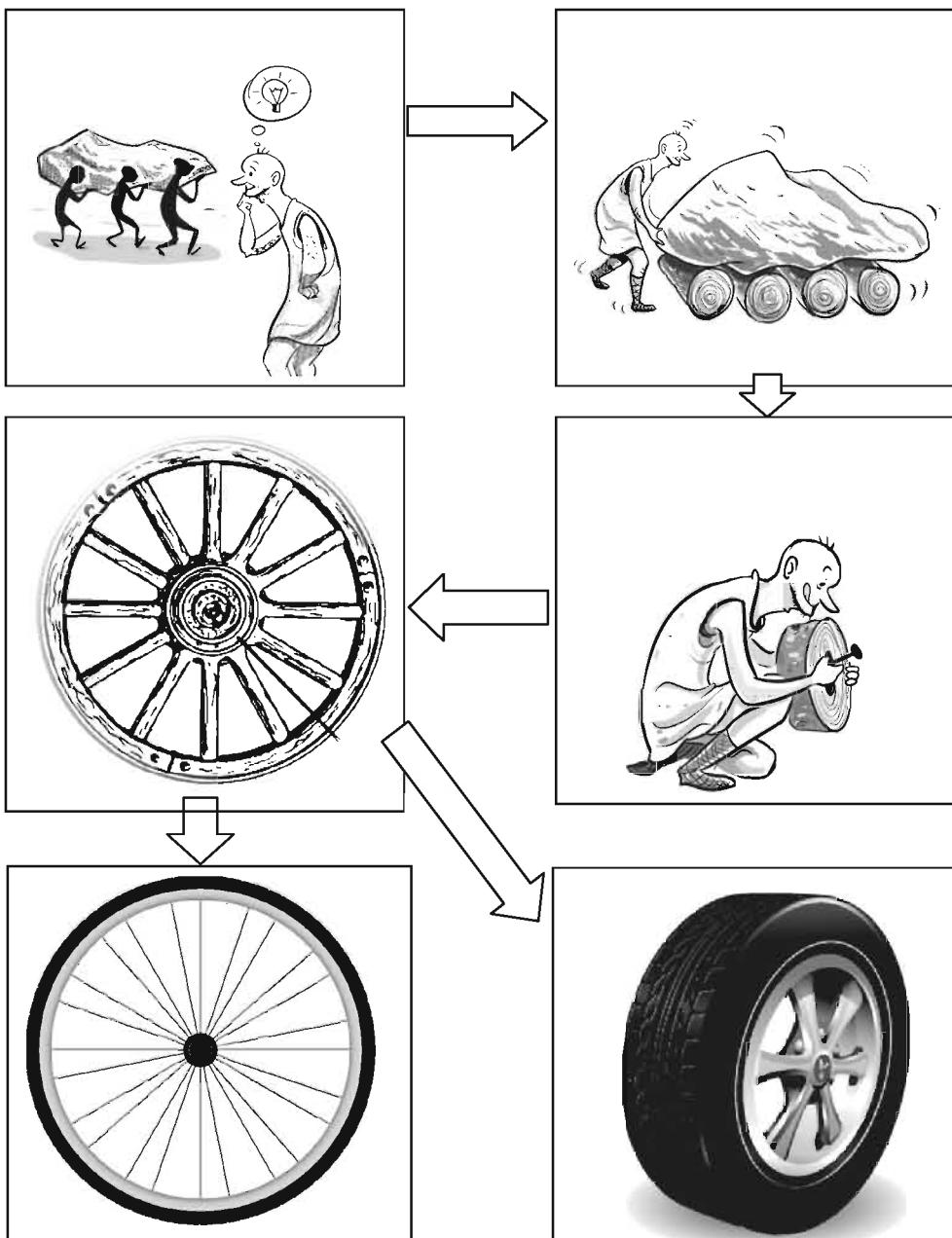
এভাবে মানুষ আজ থেকে প্রায় ৫৬০০ বছর পূর্বে চাকা আবিষ্কার করেছিল। সাথে সাথে তারা চাকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনও তৈরি করেছিল। প্রাচীনকালে তো আজকের মতো আধুনিক যানবাহন ছিল না, তখনকার প্রচলিত বাহন ছিল রথ।

মানুষের এই চাকা আবিষ্কার এবং তা নিজের কাজে লাগানো কঠোর মেধাশ্রমের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।



ইউসক্যান সভ্যতার সৌকর্যের বানানো রথের চাকা
(৫৩০ খ্রি.পূ.)

কালক্রমে অনেক উন্নত ধরনের চাকা আবিস্কৃত হয়েছে, যা আমরা নিচের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি।



দলগত কাজ

উপরের এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে মানব সমাজে চাকার ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। তোমরা কি বলতে পারো এই পুরো প্রক্রিয়ায় কোথায় কোথায় মেধাশ্রম আর কোথায় কোথায় কায়িকশ্রম ব্যবহৃত হয়েছে?

মানুষ যখন বুঝল যে ভারি বোঝা বয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে, সে আবিষ্কার করল নতুন কিছু যা তার সমস্যা দূর করবে। যে প্রক্রিয়ায় মানুষ এটা করল তা আসলে মেধাশ্রম। সাথে অবশ্য কায়িকশ্রমও আছে। চাকা আবিষ্কার করার জন্য আবিষ্কারকদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে।

হবে নাকি আবিষ্কারক? কেউ বড় হয়ে হতে চায় ডাঙ্গার, কেউবা শিক্ষক, কেউবা ইঞ্জিনিয়ার। তুমি কী হতে চাও? ভেবে দেখো দেখি- একজন আবিষ্কারক হলে কেমন হয়!



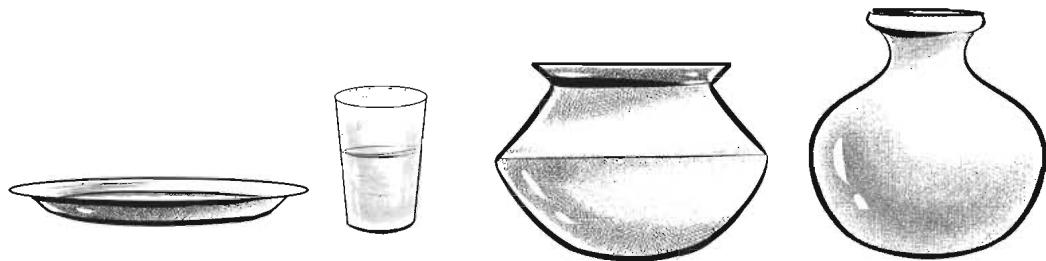
একক কাজ :

আমরা জানি চাকা গোল। কখনো কি এমন চাকা দেখেছ যা চারকোণা? আচ্ছা, চাকা কেন চারকোণা হয় না? চারকোণা হলে কী হতো- তা তোমার পাশের বন্ধুর সাথে আলোচনা করে লিখে ফেল।

পাঠ : ৫

পাত্র নিয়ে যত কথা

আচ্ছা বলতো, তুমি কীভাবে খাবার খাও? কিসে নিয়ে খাও?



আমরা সাধারণত একটি পাত্রে খাবার নিয়ে সেখান থেকে হাত দিয়ে বা চামচ দিয়ে খাই। কখনো কী ভেবে দেখেছ আমরা যেসব পাত্রে খাবার খাই, সেগুলোর আকার কী রকম, রহই বা কী রকম? এসব পাত্র বিভিন্ন আকারের ও রংয়ের হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়। সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পাত্র তৈরি এবং বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার করে আসছে। শুরুতে মানুষ কাদামাটি দিয়ে শুধু হাতের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের পাত্র তৈরি করত, সেগুলোতে কোনো নকশা থাকত না। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মানুষ তার মেধাশ্রম ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রযুক্তি উন্নতাবল করেছে এবং এর ফলে আমরা বর্তমানে যেসব পাত্র দেখি সেগুলো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যেমন- ‘কুমোরের ঢাকা’ আবিষ্কার মানুষের মেধাশ্রমের ফসল। এছাড়া গ্লেজিং ও নকশা করার মাধ্যমে পাত্রের নান্দনিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র ইঁড়ি তৈরি করে তারা আমাদের সমাজে কুমোর নামে পরিচিত। তোমরা কি বলতে পারো, মাটি ছাড়া আর কী কী উপাদান দিয়ে পাত্র তৈরি করা হয়? মাটি ছাড়াও পোর্সেলিন (চীনা মাটি), কাচ, পিতল, প্লাস্টিক ইত্যাদি দিয়ে পাত্র তৈরি করা হয়।

কিন্তু নিচের ছবিতে যেসব প্রাচীন পাত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে সেগুলো কী কী দিয়ে তৈরি হত এবং কী কাজে লাগত তা কি তোমরা বলতে পারবে?



সমাজে অনেক পেশাজীবী আছেন যারা বিভিন্ন ধরনের বাসনপত্র তৈরি করেন। তাদের কেউ তৈরি করেন তামা ও পিতলের, আবার কেউ তৈরি করেন টিন বা অ্যালুমিনিয়মের বাসন-কোসন। ঢাকার অদূরে নবাবপুর এলাকায় বাসন-কোসন তৈরির অনেক ছোট ছোট কারখানা আছে। আমাদের সমাজের অনেকেই বৎশ পরম্পরায় শত শত বছর ধরে এ কাজ করে আসছে। এছাড়া বর্তমানে কারখানায় প্লাস্টিক, মেলামাইন, চিনামাটি, কাচ, স্টেইনলেস স্টিল ইত্যাদি দিয়ে বাসন-কোসন তৈরি হয়। অনেকেই সেখানে কাজ করেন। এসব কাজ করা সম্মানের। কারণ যারা সেখানে কাজ করেন তাদের নিষ্ঠা ও শ্রমের ফলেই আমরা এত আরাম-আয়েশ করে সুন্দর পাত্রে খেতে পারি। অনেকেই আছেন যারা বাসনপত্র কেনাবেচা করেন। এছাড়াও আমাদের সমাজে কামার, কাঠমিঞ্চি, গার্মেন্টস শ্রমিক, বিভিন্ন যানবাহনের চালক, তাঁতী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ আছেন যারা তাদের কায়িকশ্রম ও মেধাশ্রমের মাধ্যমে আমাদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমরা এ ধরনের সকল পেশাজীবী মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব।

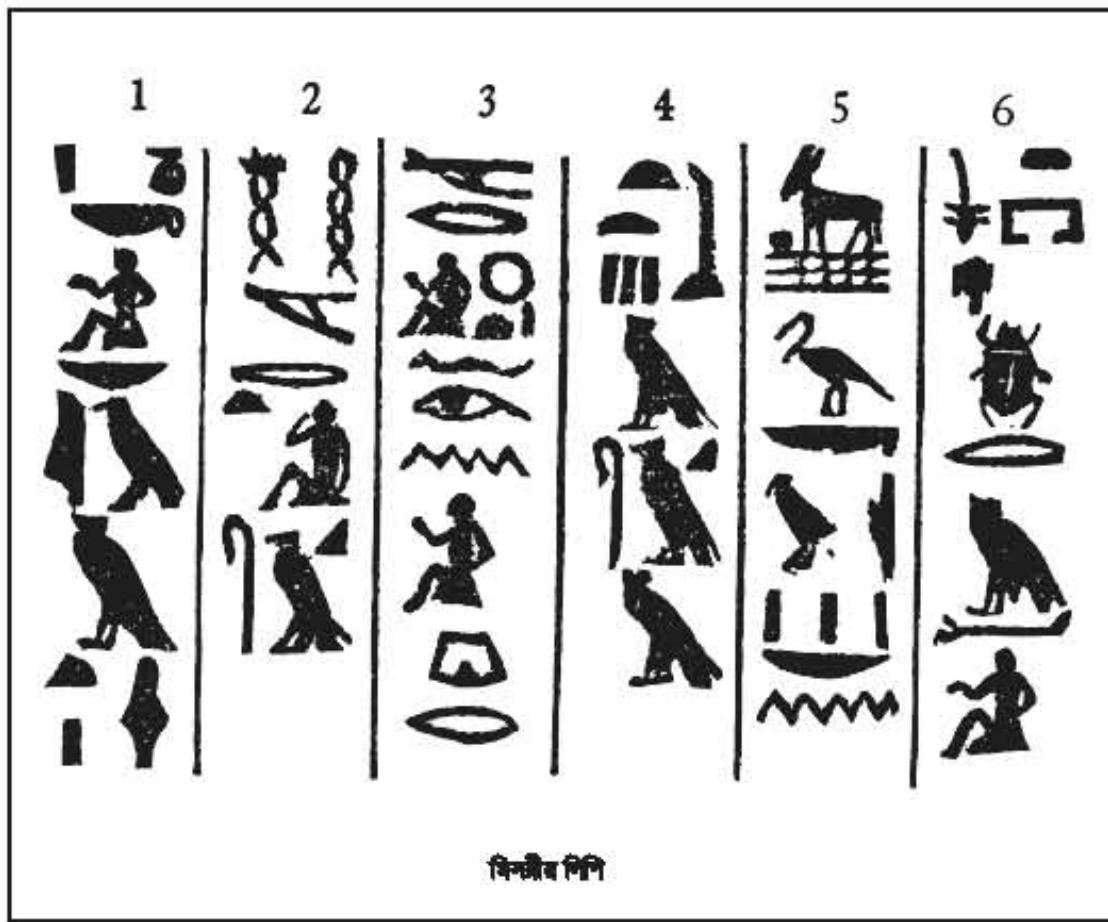
একক কাজ

তোমার পরিচিত এমন একজন মানুষ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ যিনি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি বা বিক্রয় করেন। লেখার আগে তোমরা তার সাথে কথা বলে তিনি কীভাবে কাজ করেন; কাজ করতে গিয়ে তিনি কীভাবে কায়িক শ্রম ও মেধাশ্রমের সমন্বয় ঘটান জেনে লিখ ।।

পাতা : ৬

শিখন পদ্ধতি : দেবাশ্রম সংজ্ঞাপণ

মানুষ যে শুধু আজকেই চিম্পা করাছে, তা কিম্ভু নয়। সেই আদিকাল থেকেই চিম্পা করে আসছে মানুষ। অতিনিয়ত ভাবছে, কী করে জীবনটাকে আজো উন্নত করা যায়, করা যায় আজো আরামদারক ও বৃক্ষিণী। আর এভাবে ভাবতে ভাবতে মানুষ আবিষ্কার করেছে নানা কিছু। এক দেশের মানুষ বা আবিষ্কার করল, আরেক দেশের মানুষ বা বঙ্গুরল পরের মানুষ কীভাবে জানবে? এ নিয়ে আচিনকালে খুবই সমস্যা হচ্ছে। কোনো কিছু কাটিকে জানাতে সেলে শিখে পিয়ে, সা হয় সূক্ষ্ম পাঠিয়ে জানাতে হচ্ছে। বা হিল অসেক সফস্যাই। এহাঙ্গাত যদে কর একটি মুগের মানুষ কিছু আবিষ্কার করল বা কেন্দো বশ্য বালাল। এ বশ্য কীভাবে জানাতে হয় প্রত্যেক যুগের মানুদের তা জানাই কেন্দো উপায় হিল না। কাই আবিষ্কৃত হলো শিখন পদ্ধতি অর্থাৎ মানুষ শিখতে শিখল। শিখন পদ্ধতি তিক করে কীভাবে শুধু করা হয়েছিল নে বিষয়ে কিম্পাইত জানা যায় না। তবে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সর্বাচার সেখার প্রচলন হিল কিমিশ আতির ঘথে।



শুরুর দিকে লেখা ছিল হিন্দুভিত্তিক। বাস্তব জীবনের ঘটনা, গাছ-মাছ-নদী-পাহাড়-মানুষ ইত্যাদির ছবি একে মানুষ তার মনের ভাষা বোঝাত। এসব ছবি একের পর এক সাজিয়ে দিয়ে হয়ে যেত একেকটি বাক্য। তবে এভাবে লেখা খুবই কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ছিল। কাজেই ধীরে ধীরে মানুষ আরো সরল চিহ্নসমূহ ব্যবহার করতে শার্শল।

লিপি বা লিখন পদ্ধতির উচ্চব নিয়ে মজার মজার সব উপকথা বা রূপকথা আছে। চীনের উপকথা অনুযায়ী সাং চিঙ্গের নামের এক জ্ঞাগনমুখো লোক প্রাচীনকালে চিনা অভরণগুলো তৈরি করেছিলেন।

মিসরের উপকথা অনুযায়ী পাথির মতো মাথা এবং মানুষের মতো দেহবিশিষ্ট দেবতা ধর্থ মিসরীয় লিপি সৃষ্টি করেছিলেন।

 আঁ উঁ গুঁ গু উঁ গু a ñ a i ñ u ñ u এঁ এঁ ঐঁ ঐঁ উঁ উঁ গুঁ গুঁ e ñ e ñ ai ñ o ñ u ñ au কুঁ কু তুঁ তু থুঁ থু শুঁ শু ka ñ ka tha ñ ta wa ñ wa চুঁ [tʃu] চু নুঁ নু বুঁ বু শুঁ শু cha ñ [tʃa] na ñ [na] bu ñ [bu] zhia ñ [zia] চেঁ [tʃe] চে নেঁ নে বেঁ বে শেঁ শে t̪a ñ [t̪a] ne ñ [ne] be ñ [be] z̪ia ñ [z̪ia] চেঁ চে নেঁ নে বেঁ বে শেঁ শে	 অঁ ঔঁ গুঁ গু উঁ গু a ñ a i ñ u ñ u এঁ এঁ ঐঁ ঐঁ উঁ উঁ গুঁ গুঁ e ñ e ñ ai ñ o ñ u ñ au কুঁ কু তুঁ তু থুঁ থু শুঁ শু ka ñ ka tha ñ ta wa ñ wa চুঁ [tʃu] চু নুঁ নু বুঁ বু শুঁ শু cha ñ [tʃa] na ñ [na] bu ñ [bu] zhia ñ [zia] চেঁ [tʃe] চে নেঁ নে বেঁ বে শেঁ শে t̪a ñ [t̪a] ne ñ [ne] be ñ [be] z̪ia ñ [z̪ia] চেঁ চে নেঁ নে বেঁ বে শেঁ শে
প্রাচীন ভারতীয় লিপি	প্রাচীন ভারতীয় লিপি

উপমহাদেশের উপকথা অনুযায়ী দেবতা ব্রহ্মা ভারতবর্ষের প্রাচীন লিপি আবিকার করেছিলেন। তাই তার নাম অনুসারে ঐ লিপির নামকরণ করা হয় ব্রাহ্মীলিপি। আমাদের বাংলালিপি কিন্তু এই ব্রাহ্মীলিপি থেকেই এসেছে।

লিখন পদ্ধতির আবিকার মানব সভ্যতার জন্য অনেক বড় আবিকার। এ আবিকার একদিকে যেমন মানুষের কঠিন মেধাশ্রমের ফল, তেমনি এর ফলে মানুষের অন্যান্য মেধাশ্রম সৃষ্টি বিজ্ঞানের আবিকার, প্রাচীন জীবনব্যাপনের কথা, সভ্যতার কথা, ইতিহাস, বিভিন্ন দেশ ও জাতির কথা, প্রাকৃতিক সম্পদের কথা সহজেই করা গেছে।

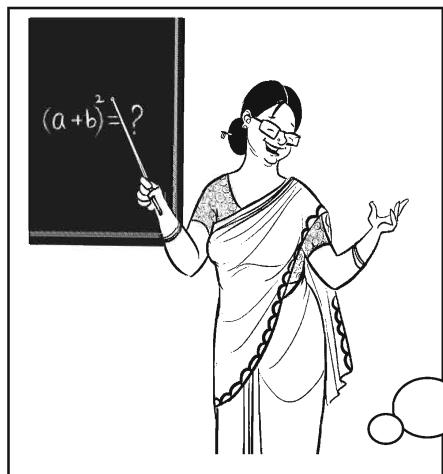
প্রাচীনকালে সবাই লিখতে পারত না। যারা লিখতে পারত তাদেরকে বলা হতো ‘লিপিকর’। এখনো আমাদের দেশে অনেক লিপিকর আছেন যারা বিভিন্ন দলিলাদি লেখেন।

পাঠ : ৭

বল দেখি কোনটা কী ?

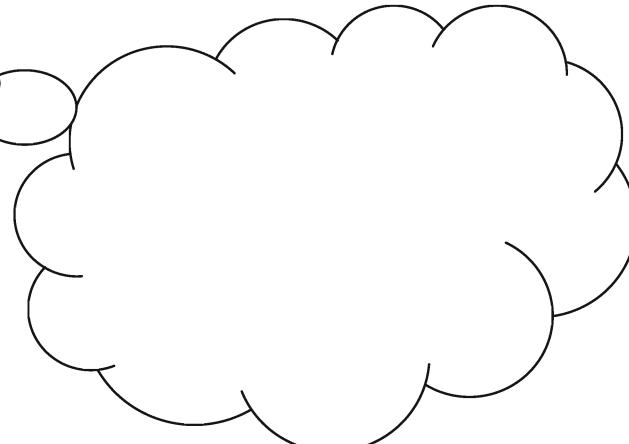
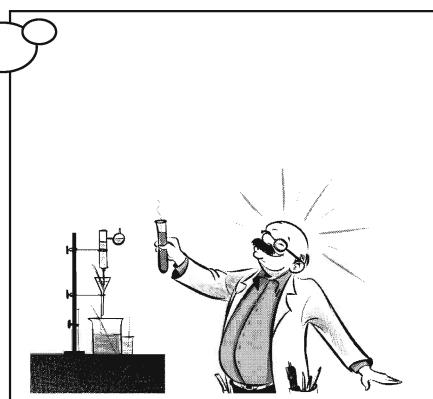
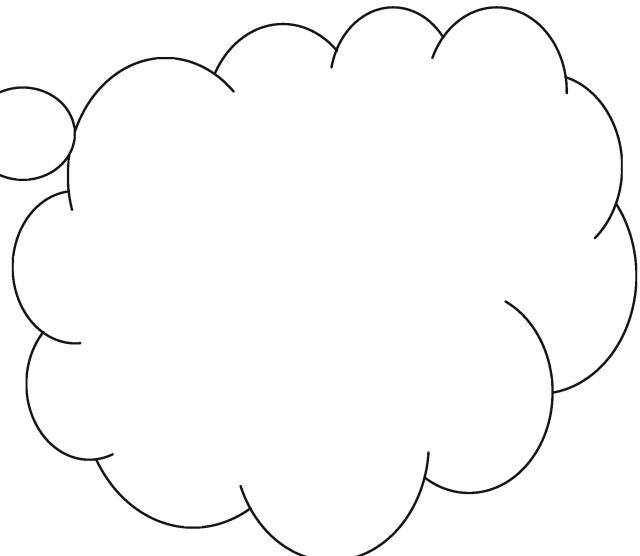
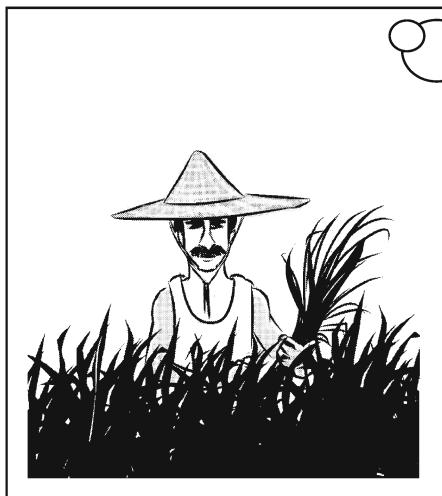
নিচে অনেক পেশার চিত্র দেওয়া হয়েছে। চিত্রের পাশে বক্সে লেখা কোনটা মেধাশ্রম আর কোনটা কায়িকশ্রম ?
কেন তুমি ঐ কাজকে কায়িকশ্রম বা মেধাশ্রম বলছ ?

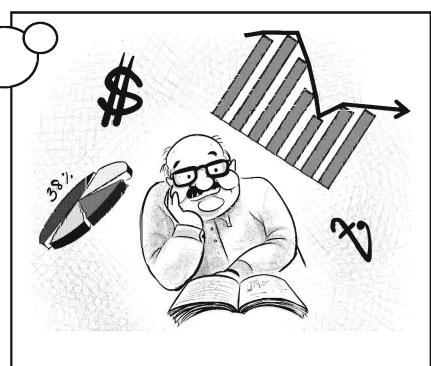
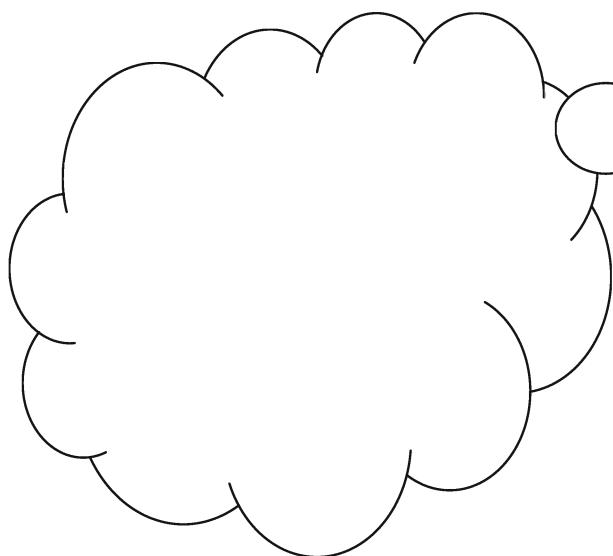
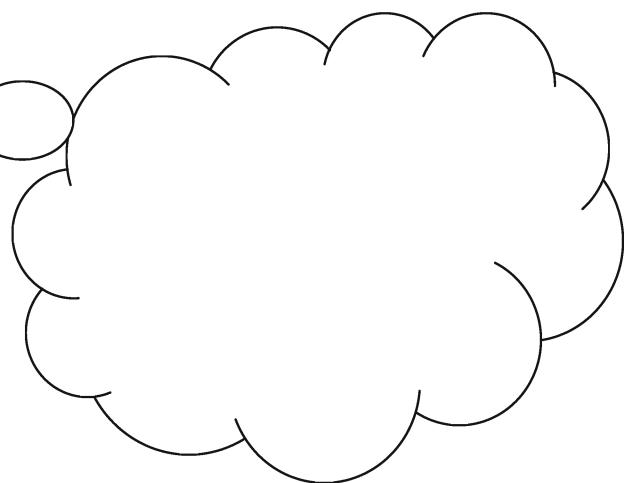
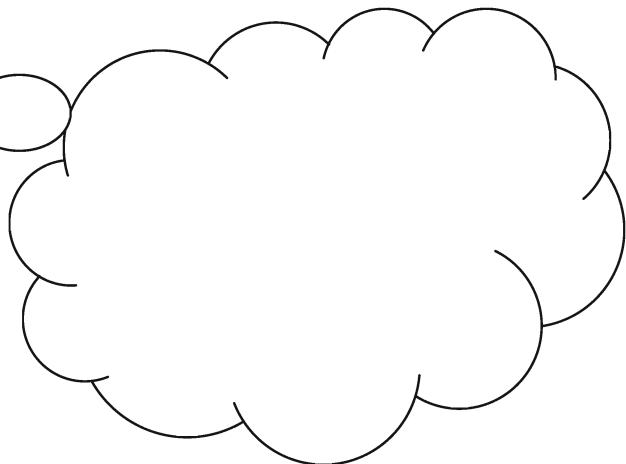
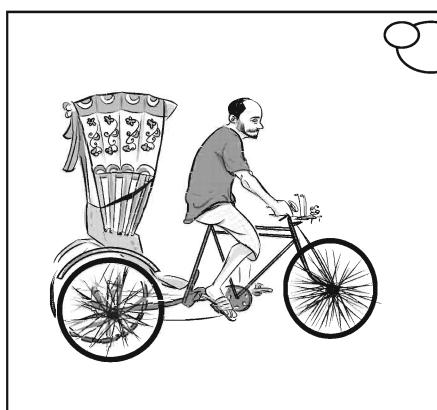
একটি উদাহরণ হিসেবে করে দেওয়া হয়েছে-

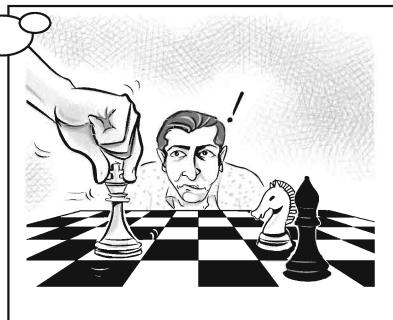
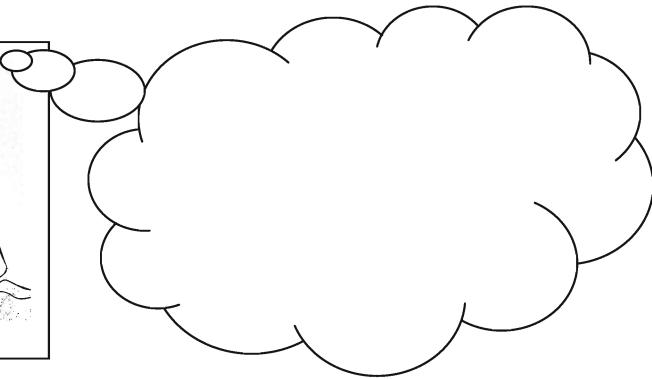
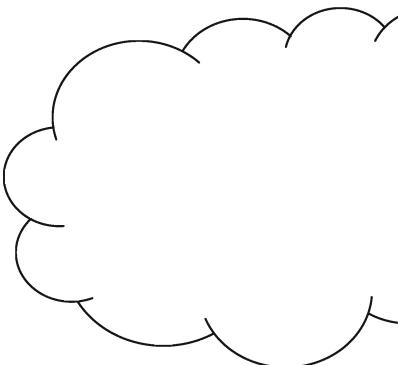
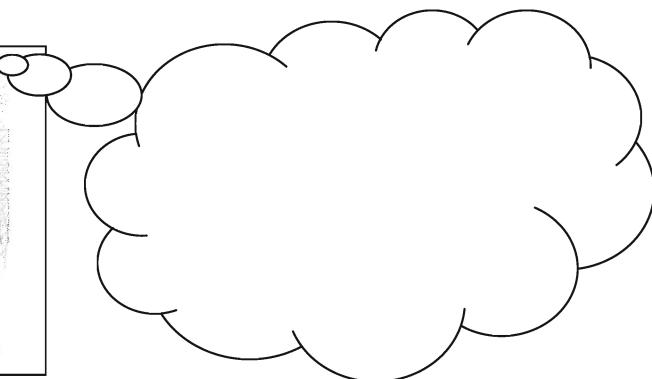
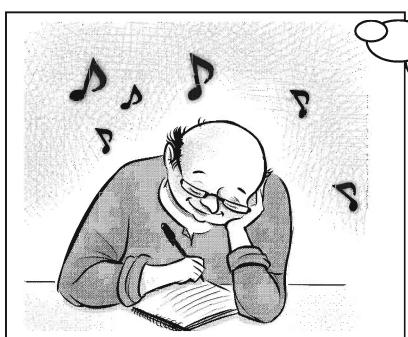
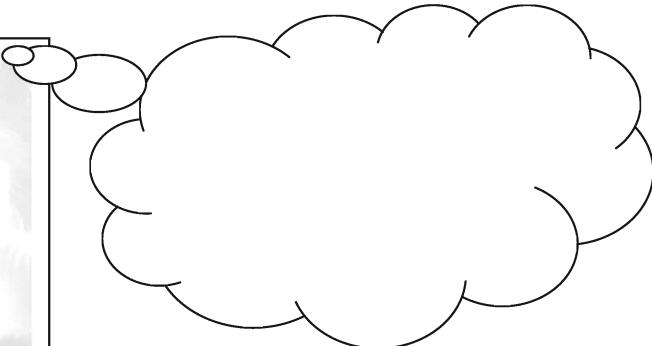


শিক্ষকতা করা এক ধরনের মেধাশ্রম ।
কারণ প্রশ্নিতে এসে পড়তে হলে
শিক্ষককে অনেক কিছু পড়তে হয়,
ভাবতে হয়, পরিকল্পনা করতে হয় ।
যেহেতু শিক্ষকতা করতে হলে মেধা
খাটাতে হয় কাজেই শিক্ষকতা করা এক
ধরনের মেধাশ্রম ।





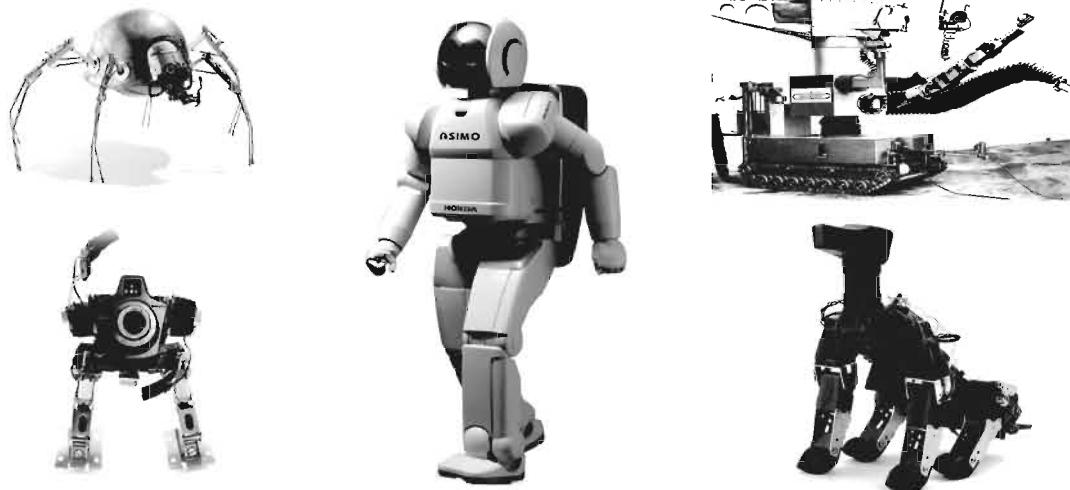




পাঠ : ৮

রোবট : অসম্ভব হলো সম্ভব

সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ভাবছে— আহা এমন কিছু যদি বানানো যেত যা আমাদের কথা শুনত, বিপজ্জনক কাঙগুলো যদি করে দিত! এমন অনেক কাজ আছে যা আমাদের পক্ষে করা কঠিন বা অসম্ভব। এ রকম কাজ করে দেওয়ার জন্যই মানুষ রোবট আবিষ্কার করেছে। আচ্ছা, তোমরা তো জানো রোবট কী— তাই না? রোবট হলো ‘যন্ত্রমানব’। কলকবজা দিয়ে তৈরি যা নিজে থেকে কোনো কাজ করতে পারে না।



বিভিন্ন ধরনের রোবট

এসব চিত্র দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে রোবট তৈরি করা সহজ নয়? কিন্তু আমরা যদি চাই তাহলে অবশ্যই আমরা রোবট বানাতে পারব। সেজন্য আমাদের অনেক লেখাপড়া করতে হবে এবং যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

আচ্ছা তোমরা কি জানো, কখন কীভাবে রোবটের ধারণা এসেছে? রোবট নিয়ে প্রথম ভাবনা চিন্তা করেছিলেন, মহাপঞ্চিত এরিস্টটল। ৩২০ খ্রিষ্টপূর্বে তিনিই প্রথম এ ধারণার কথা মানুষকে শোনান। তখনকার দিনে সমাজে ‘দাসপ্রথা’ ছিল। অনেককেই দাস-দাসী হিসেবে মনিবের সেবা করতে হতো, করতে হতো নানা কাজ। তাদের খুব কষ্ট করতে হতো। তা দেখে এরিস্টটলের মনে খুব দুঃখ হলো। তিনি ভাবলেন, আহা এমন যন্ত্র যদি বানাতে পারতাম যাকে আদেশ দিলেই তা ঠিক ঠিক কাজ করে ফেলতে পারবে!

একক কাজ :

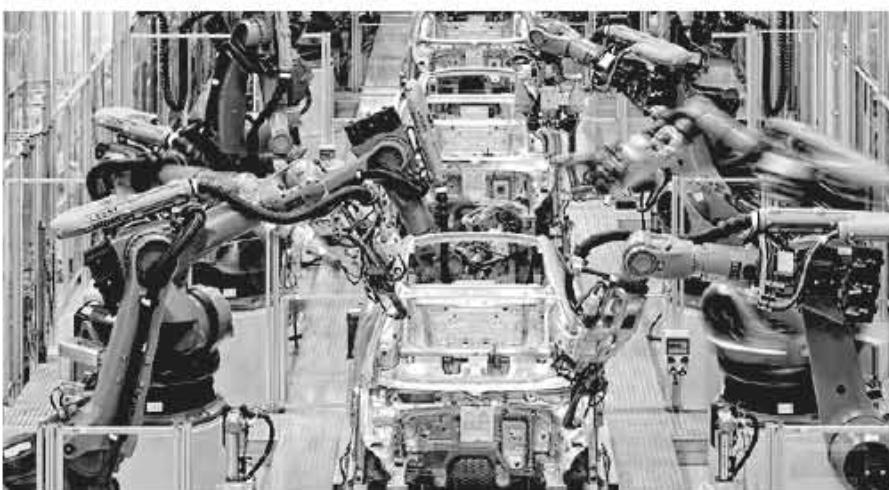
তোমার চারপাশের কোন কাজ সবচেয়ে কষ্টের? একটু ভেবে দেখ, তারপর ঐ কাজ করতে পারবে এমন একটা রোবটের কল্পিত ছবি আঁক এবং তার একটা নাম দাও।

এরিস্টটলের পর বছদিন রোবট নিরে তেমন কোনো কাজ হয়নি। আসলে তথমকার দিনে তো এমন উন্নত প্রযুক্তি ছিল না। তাই মানুষ রোবট বানাতে পারেনি। এরিস্টটলের এই ভাবনার বছদিন পরে রোবট বানানোর চেষ্টা করেছিলেন আরেকজন প্রতিভাবর মানুষ হাঁর নাম লিওনার্দো দ্য বিঞ্চি। লিওনার্দো দ্য বিঞ্চি একজন অসাধারণ মেধাপ্রাপ্তি। আধুনিক বিজ্ঞানের অসংখ্য আবিকারের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তার অনেক পরিকল্পনার মতো রোবট বানানোর পরিকল্পনাও তখন প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তবায়ন করা যায়নি।



এরপর ১৭০০-১৯০০ সালের মধ্যে মানুষ অনেক হেটওটো রোবট বানানোর চেষ্টা করেছে। অনেকে বেশ সকল হয়েছিলেন। এ সকল মানুষের মধ্যে অন্যতম হিসেন ঝঁয়াক দ্য ভকেনসন। তিনি একটা রোবট হাঁস বানিয়েছিলেন যেটা পলা বাড়াতে পারত, পাখা নাড়াতে পারত।

১৯১৩ সালে হেনরি কোর্ট তার গাঢ়ি তৈরির কারখানায় সর্বপ্রথম কোনো বহুক্রিয় যন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ব্যবহীন্য যন্ত্রকে রোবট বলা শুরু হলো ১৯২০ সালের দিকে। রোবট শব্দটির প্রচলন করেন নাট্যকার ক্যারেল কাপেক। সেই শুরু তৈরি হলো একের পর এক রোবট। কোনো রোবট করে খনির কাজ, কোনোটি করে ঘর পরিকার, কোনো কোনো রোবট কাজ করে কারখানার। আবার কোনো রোবটকে পাঠানো হয় মহাশূন্যে। আজকাল এমন অনেক রোবট তৈরি হচ্ছে যারা মানুষের মতো কখন বলতে পারে, নাচতে পারে এমনকি একিক-শুনিক ভাকিয়ে দেখতে পারে।



কারখানায় পাঢ়ি তৈরি করছে রোবট

রোবট বানানো মেধাপ্রাপ্তের উদাহরণ। রোবট বানাতে হলে অনেক কিছু পড়তে হয়, জানতে হয়, অনেক কৌশল শিখতে হয়। সাথে থার্মোজন বুড়ি, নিত্যন্তুন চিন্তা করার ফ্যাটা, যাথা খাঁটালো এবং থার্মোজনীয় উপকরণ। তেবে দেখ সেধি, কেমন হবে যদি বছুগা যিলে একটা রোবট বানিয়ে কেলা যায়।

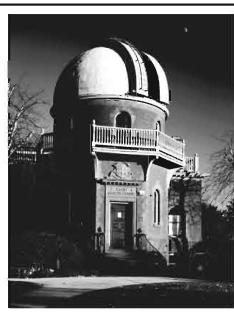
পাঠ : ৯

মহাকাশে অভিযান

মহাশূন্যের হাতছনি কখনো ফিরিয়ে দিতে পারেনি মানুষ। রহস্যে ঘেরা অজানা এই মহাশূন্য নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। তাই শিল্পীর ছবি থেকে শুরু করে গল্প-কবিতা সব জায়গায় আছে মহাশূন্যের কথা। তোমাদের মনে আছে তো, ছবি আঁকা, গল্প বা কবিতা লেখা কিসের উদাহরণ? মেধাশ্রম। কল্পনা করাও এক ধরনের মেধাশ্রম। অনেক লেখকই আছেন যারা কল্পকাহিনী লেখেন। এসব কাহিনীতে আবার বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়েও লেখা হয়। তাই এসব কাহিনীকে বলে কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন। যারা কল্পবিজ্ঞান লেখেন তাদের বলা হয় কল্পবিজ্ঞান লেখক। তোমাদের মধ্যেও হয়তো অনেকে বড় হয়ে কল্পবিজ্ঞান লেখক হবে।



মহাকাশের ছবি



মানমন্দির



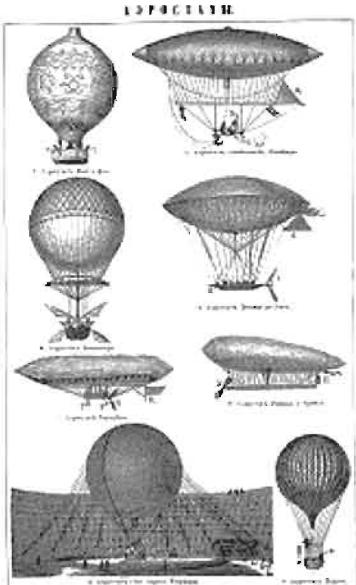
টেলিস্কোপ

যারা কল্পনায় নয়, সত্যি সত্যি মহাকাশে যান তাদের বলা হয় নভোচারী বা অ্যাস্ট্রোনট।

নভোচারী হতে গেলে অনেক লেখাপড়া করতে হয়। সাথে সাথে বিভিন্ন কারিগরি কলাকৌশল জানতে হয়। শারীরিকভাবেও সুস্থ হতে হয়। অনেক দিন ধরে ট্রেনিং নিয়ে, অনেকগুলো পরীক্ষা দিয়ে সন্তোষজনক ফল করলে তবেই যাওয়া যায় মহাকাশে।



সোহাগ ও সোনিয়া ভাইবোন। তারা বড় হয়ে নভোচারী হতে চায়। তাই ওরা এখন থেকেই সুষম খাবার খাওয়া ও ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ সবল থাকা এবং পড়াশোনা ইত্যাদির প্রতি খুবই মনোযোগী।



বেলুন ফ্লাইট

নভোচারী ছাড়াও আমরা হতে পারি রকেট ইঞ্জিনিয়ার, মহাকাশ বিজ্ঞানীসহ আরো অনেক কিছু। এমনকি পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহে মানুষ বসতি স্থাপন করতে চাইলে তাদের বাড়ি-ঘরের ডিজাইনার হতে পারি আমরা। এমনকি ভিন্নগ্রহের প্রাণীদের (এলিয়েন) জন্য পোশাকের ডিজাইনও করতে পারি আমরা। বেশ মজার ব্যাপার না? আচ্ছা তোমরা জানো তো মহাকাশে মানুষের অভিযান শুরু হয়েছিল কীভাবে?

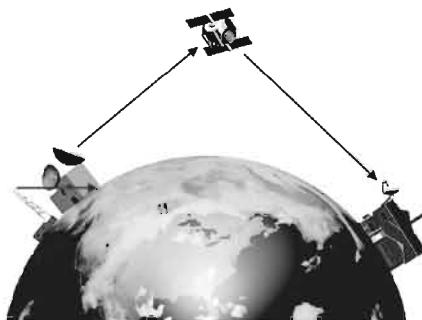


এয়ারশিপ

মানুষের মহাকাশে উড়ার স্বপ্ন বহুদিনের। ১৯১২ সালে ব্রিটেন বেলুন ফ্লাইট চালু করেছিল। যদিও ব্রিটেনের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ হলো স্পুটনিক-১, যা ১৯৫৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে পাঠায়। আচ্ছা 'কৃত্রিম উপগ্রহ' সম্পর্কে তোমারা কী জানো? পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এমন বস্তুকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয়। যেমন চাঁদ আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তাই চাঁদ আমাদের উপগ্রহ। চাঁদ তো আর মানুষ বানায়নি, তাই চাঁদকে বলা হয় প্রাকৃতিক উপগ্রহ। আর মানুষের তৈরি যেসব বস্তু পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে সেগুলোকে বলে কৃত্রিম উপগ্রহ। তুমি চাইলে বড় হয়ে এসব কৃত্রিম উপগ্রহ বানাতে পারো। তবে সেজন্য তোমাকে এ বিষয়ে লেখাপড়া করতে হবে। কৃত্রিম উপগ্রহ খুবই প্রয়োজনীয়। এই যে আমরা টেলিভিশন দেখি, আবহাওয়ার খবর পাই, ইন্টারনেট ব্যবহার করি-এর অনেক কিছুই সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের কারণে। তুমি বড় হয়ে টেলিভিশন বা অন্য যোগাযোগ মাধ্যমের সম্পর্কের বিশেষজ্ঞও হতে পারো। আজকালকার দিনে এ সকল পেশার অনেক চাহিদা।



কৃত্রিম উপগ্রহ



কৃত্রিম উপগ্রহ যেভাবে কাজ করে

একক কাজ :

মনে কর, কোনো মহাকাশ অভিযানে গিয়ে তোমার যদি হঠাৎ কোনো ভিন্নগ্রহবাসীর সাথে দেখা হয়ে যায় তবে তাকে কী কী প্রশ্ন করবে তার একটা তালিকা তৈরি কর। তার পেশা কী সেকথা জেনে নিতে ভুলে যেওনা কিন্ত।

পাঠ : ১০

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আত্মর্যাদাবোধ

মোস্তাফিজুর রহমান একটি ব্যাংকে বেশ বড় পদে চাকরি করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ব্যাংকে চাকরি করার স্বপ্ন দেখতেন। কারণ তার কাছে ‘ব্যাংকার’ পেশাটাই ছিল সব পেশা থেকে ভালো। তাই ব্যাংকার হওয়ার জন্য তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতেন। লেখাপড়া শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চাকরি পান। কর্মনিষ্ঠা ও সততার জন্য আজ তিনি একজন সফল ব্যাংকার। তার আত্মর্যাদাবোধ খুবই প্রখর। আত্মর্যাদাবান মানুষেরা খুব সৎ হন। তিনি ব্যাংকে চাকরি পেয়েছেন লেখাপড়া করে, নিয়োগ পরীক্ষায় তালো ফল করে। অনেকে অন্তিক উপায়ে চাকরি পায়। তিনি অন্তিক কিছু সমর্থন করেন না। তিনি সবরকম অন্যায়



করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সম্মান একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। তিনি তার পরিবারের সদস্যদের সম্মান করেন, ভালোবাসেন। তিনি তার প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা করেন এবং তাদের কোনোরকম অসুবিধা হবে এমন কাজ তিনি করেন না। তিনি বলেন, যারা ঝগড়া-বিবাদে লিঙ্গ থাকে, যারা অন্যের ক্ষতি করে, রাস্তাটাটে যেয়েদের প্রতি বাজে মন্তব্য করে তাদের আত্মর্যাদাবোধ কম। তাঁর মতে যারা বস্তু, পাড়া- প্রতিবেশীদের সম্মান করে না, চাকরি পাওয়ার বা দেওয়ার জন্য অন্তিক কাজ করে তারা সবাই আত্মর্যাদাহীন। কোনো আত্মর্যাদাবান মানুষ এ সকল কাজ করতে পারে না।

আমরা যদি আত্মর্যাদাবান হতে চাই তাহলে আমরা-

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করব না, বস্তুর খাতা দেখে লিখব না। চাকরি পাওয়ার বা দেওয়ার জন্য অন্তিক কিছু করব না। নিজের যোগ্যতাতেই আমরা কাজ পাব। নিজের কাজে কখনো ফাঁকি দেব না। যারা অফিসে কাজে ফাঁকি দেয় তাদের আমরা ঘৃণা করব।

অনেকে মিথ্যা কথা বলেন, রাস্তায় বা মার্কেটে গিয়ে বলেন ‘আমি অফিসে...’ আমরা এমন করব না। যদের আত্মর্যাদা আছে, তারা সবসময় সত্য কথা বলে। অনেকেই আছে যারা অন্যের সম্পদ নষ্ট করে। দেশের সম্পদের ক্ষতি করে। প্রতিবাদের নামে রাস্তাঘাটে গাড়ি ভাঙ্চুর করে। যারা এমনটি করে তাদের আত্মর্যাদাবোধ নেই। আমরা তাদের মতো হব না।



যারা কাজে ফাঁকি দেয় তারা আত্মর্যাদাবান না। যারা আত্মর্যাদাবান তারা কখনো কাজে ফাঁকি দেন না। আমরা কখনো আমাদের কাজে ফাঁকি দেব না।

একজন আত্মর্যাদাবান মানুষ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্মান করে। সকল জাতি-ধর্মের মানুষকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। আমরাও সবাইকে সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব।

একজন আত্মর্যাদাবান শিক্ষার্থী নিয়মিত স্কুলে যায়; লেখাপড়া করে। পাঠসমূহ যথাযথভাবে আতঙ্ক করে আত্মবিশ্বাসের সাথে যথাযথভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যেকোনো পরিস্থিতিতে সততার সাথে তার কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তার চর্চিত-আত্মসচেতনতাই তাকে একদিন আত্মর্যাদাবান মানুষে পরিণত করে।

একজন আত্মর্যাদাবান শিক্ষক সর্বদা সময়মত শ্রেণিতে আসেন। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় যত্নবান থাকেন। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পরীক্ষায় সকল শিক্ষার্থীকে সঠিক মূল্যায়ন করেন। অনগ্রসর শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে তার ঘাটতি পূরণ করেন।

একক কাজ

আমরা সবাই এখন শিক্ষার্থী। আমাদের সবার জীবনে লক্ষ্য আছে। আমরা সবাই বড় হয়ে কিছু না কিছু হতে চাই। কেউ সরকারি চাকুরে, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ শিক্ষক, কেউ কৃষক, কেউ ব্যবসায়ী আবার কেউবা সমাজসেবক হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই। আমরা যে যাই হই না কেন, আমরা সবাই আত্মর্যাদাবান হব। আমরা আমাদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কে কী করব আর কী করব না এসো তার একটা তালিকা তৈরি করি।

শিক্ষাক্ষেত্রে:

যা করব	ক্রমিক	যা করব না
	০১	
	০২	
	০৩	
	০৪	
	০৫	

কর্মক্ষেত্রে:

যা করব	ক্রমিক	যা করব না
	০১	
	০২	
	০৩	
	০৪	
	০৫	

পাঠ : ১১

আমি কি আত্মর্যাদাসম্পন্ন ?

আমরা আত্মর্যাদার বিষয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে পড়েছি। আমাদের জীবনে আত্মর্যাদার স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তা আমরা শিখেছি। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে একজন আত্মর্যাদাবান মানুষ কী করে আর কী করে না সেটাও আমরা জেনেছি। আমরা আমাদের জীবনে নিশ্চিতভাবেই আত্মর্যাদাবান হওয়ার চেষ্টা করব। এসো আজ আমরা যাচাই করে দেখি আমরা কতটা আত্মর্যাদাবান। এজন্য আমরা নিচের বাক্যগুলো বা নির্দেশনাগুলো পড়ব এবং তারপর সেটা কি সবসময় করি নাকি প্রায়ই করি ইত্যাদি ধরন অনুযায়ী নির্দেশনার নিচের ঘরে প্রাপ্ত নম্বরগুলো লিখব। কেমন করে লিখতে হবে তা নিচে দেখ-

ক্রম	নির্দেশনাগুলো	সবসময়	প্রায়ই	মাঝে মধ্যে	কম	খুবই কম
		৫	৪	৩	২	১
১.	আমি সত্য কথা বলি।	৫				

এবার চলো শুরু করি-

ক্রম	নির্দেশনাগুলো	সবসময়	প্রায়ই	মাঝে মধ্যে	কম	খুবই কম
		৫	৪	৩	২	১
১.	আমি সত্য কথা বলি।					
২.	আমি আমার কাজ যথাযথভাবে করার চেষ্টা করি।					
৩.	আমি একজন ভাল মানুষ হিসেবে ভাল কাজ করার চেষ্টা করি।					
৪.	আমি সকল ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করি আমি সকল ধরনের দুর্ব্বািতিকে পরিহার করি।					
৫.	আমি সব কাজ সময়মত করার চেষ্টা করি					
৬.	আমি চাই আমাকে মানুষ ভালো বাসুক সম্মান করঞ্চ,					
৭.	আমি বড়দের শ্রদ্ধা ও ছেটদের স্নেহ করি।					
৮.	আমি নিজের কাজ নিজে করি এবং সাধারণত অন্যের উপর নির্ভরশীল হই না।					
৯.	আমি 'ভালো' কে যেমন ভালো বলি তেমনি 'খারাপ'কে বলি খারাপ।					
১০.	আমি বড় হয়ে একজন সৎ এবং যোগ্য মানুষ হতে চাই।					

এবার আমরা প্রতিটি নির্দেশনার জন্য বিভিন্ন ঘরে বসানো সংখ্যাগুলো যোগ করি। যোগফল কত হলো তা দেখে নিচের মন্তব্যগুলো পড়ি-

৫০-৪১ : খুব ভালো। তুমি একজন আত্মর্যাদাবান মানুষ। তুমি সবসময় আত্মর্যাদাবান হয়ে থাকার চেষ্টা করবে। অন্যরাও যাতে আত্মর্যাদাবান হয় সেজন্য চেষ্টা করবে।

৪০-৩১ : তুমি অনেকটাই আত্মর্যাদাবান। সচেতন হলে তুমি আরো আত্মর্যাদাবান হতে পারবে। সেজন্য তোমার শিক্ষকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৩০-২১ : তোমার মধ্যে আত্মর্যাদাবান হওয়ার সকল উপাদান আছে। তাই তোমাকে আত্মর্যাদাবান হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষকের পরামর্শ ও বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে তুমি যা যা শিখেছ এবং আত্মর্যাদাবান মানুষেরা যা যা করে তার চর্চা করে যাও।

২০ ও এর নিচে : তোমাকে একজন আত্মর্যাদাবান মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তুমি যদি আত্মর্যাদাবান হও তবে সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করবে, আদর করবে। তাই তোমার উচিত আত্মর্যাদাবান মানুষেরা যা করে তা সবসময় করার চেষ্টা করা।

পাঠ : ১২

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস

আত্মবিশ্বাসী হলে সফলতা আসবে- সবাই এমনটিই বলে থাকেন। শিক্ষায় আত্মবিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দুটো বিষয়ের মধ্যেই রয়েছে গভীর অঙ্গনিহিত সম্পর্ক। পরিপূর্ণ শিক্ষিত মানুষ যেমন আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠে, তেমনি একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষও শিক্ষার বহুমাত্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের বিষয়টিকে যথাযথ ধারণ ও কাজিত পরিবর্তনকে অর্জন করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হলে কী কী বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকবে এস তা আমরা জানার চেষ্টা করি।

আত্মবিশ্বাস মানে হলো নিজের প্রতি আস্থা। কাজেই একজন শিক্ষার্থীকে তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আস্থার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। যেমন: তোমাকে সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে তথা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হতে হবে শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কার্যক্রমে (শিখন শেখানো) তোমাকে আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে অংশগ্রহণ করতে হবে; একক ও দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে, পাঠ মূল্যায়নে পরিস্কার ও স্পষ্টভাবে উন্নত প্রদান করতে হবে, শ্রেণির শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যে কোনো জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় শ্রেণি শিক্ষককে সহায়তায় অংগী ও গাঠনিক ভূমিকা রাখতে হবে। এছাড়া বাড়ির কাজ সঠিকভাবে যথাসময়ে সম্পন্ন করা ও জমাদানসহ শিক্ষামূলক কার্যক্রমে আস্থার সাথে অংশগ্রহণ করতে হবে। তবেই তোমার মধ্যে আস্থা তথা আত্মবিশ্বাস জন্ম নেবে। একই সাথে শিক্ষার বহুমাত্রিক বিকাশও ত্বরান্বিত হবে। একজন আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থী শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, জীবনব্যাপী এই আত্মবিশ্বাসের নিরন্তর চর্চার মাধ্যমে সফল ও নান্দনিক জীবনযাপনে সক্ষম হবে।

কর্মক্ষেত্রে মানুষের আত্মবিশ্বাসী হওয়া আরো বেশি প্রয়োজন। কাজের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী না হলে সফল হওয়া অসম্ভব। কাজের মাধ্যমেই মানুষ পারে মানুষের মাঝে স্থান করে নিতে, পারে কালের গর্ভে বিলীন না হয়ে মহাকালের স্বর্ণপাতায় স্থান নিতে।

কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে বা কর্মজগতে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার মানে কী? কীভাবে আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হতে পারি? যারা কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোই বা কী- এসব কিছুই আমরা জানার চেষ্টা করব।

‘নিজের প্রতি আস্থা’। নিজের প্রতি আস্থাবান না হলে ভালো কিছু করা যায় না। নিজের প্রতি এই আস্থা অর্জিত হয় নিজের করা কাজ, দক্ষতা, ক্ষমতা, যোগ্যতার স্বীকৃতি পাওয়ার মাধ্যমে। মনে কর, স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তুমি ‘উপস্থিত বক্তৃতা’য় প্রথম হয়েছো। তাহলে নিজের প্রতি তোমার আস্থা জন্মাবে যে তুমি যেকোনো বিষয়ের উপর সবার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারবে। কিংবা মনে কর, তোমার লেখা গল্প জাতীয় পর্যায়ে গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেল। তখন তোমার নিজের উপর এই আস্থা তৈরি হবে যে তুমি গল্প লিখতে পারো।

আত্মবিশ্বাসের দ্বিতীয় উপাদান হলো সাহস। অনেকেই অনেক কিছু পারে। অনেক কিছু জানে কিন্তু সাহসের অভাবে বলতে বা করতে পারে না। আমরা এমনই সাহসের প্রমাণ পাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমানের কিশোর বয়সের একটি ঘটনা থেকে। তখন তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের সঙ্গম শ্রেণির ছাত্র। এসময় গোপালগঞ্জ সফরে আসেন স্বনামধন্য নেতা ও তৎকালীন মন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁরা মিশন স্কুল পরিদর্শনে গেলে তাঁদের পথ আগলিয়ে দাঁড়ান কিশোর মুজিব ও তাঁর সঙ্গীরা। প্রধানশিক্ষক ঘাবড়িয়ে যান এবং কিশোর মুজিবকে মন্ত্রীদের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি সরলেন না।





বৰং তিনি মন্ত্ৰীদেৱ কাছে হোস্টেলেৱ ভাঙা ছাদ
মেৰামতেৱ দাবী জানালেন। শ্ৰেবাংলা
তাৎক্ষণিকভাৱে তাঁৰ ঐচ্ছিক তহবিল থেকে ছাদ
মেৰামতেৱ জন্য অৰ্থ মণ্ডল কৱলেন। এভাৱে
বঙ্গবন্ধু তাঁৰ সাহস ও আত্মবিশ্বাসেৱ জোৱেই হয়ে
উঠেন এদেশেৱ কোটি কোটি মানুষেৱ মহান নেতা
ও পথপ্ৰদৰ্শক।

আত্মবিশ্বাসেৱ আৱেকটি উপাদান হলো
'সচেতনতা'। একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ
সবসময় তাৱ নিজেৱ এবং পাৱিপাৰ্শ্বিকভাৱে প্ৰতি
সচেতন। একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ সবসময়
খেয়াল কৱেন তাৱ চাৰপাশে কী হচ্ছে এবং তিনি
কী কৱছেন। না জেনে, না বুঝে অন্তৰিক্ষাসী হওয়া
যায়, আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায় না।

আত্মবিশ্বাসী মানুষেৱ সবসময় পৱিকল্পনা কৱেই কাজে নামেন। তাৱ তাৰেৱ পৱিকল্পনা ও কাজে দূৰদৰ্শিতা
এবং প্ৰজ্ঞার সমৰ্থয় ঘটান। ফলে তাৰেৱ সফল হওয়াৰ সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যারা দূৰদৰ্শী নয় তাৱ আত্মবিশ্বাসী
হতে পাৱে না। দূৰদৰ্শিতাৰ সাথে পৱিকল্পনা না কৱলে কাজ কৱাৰ সময় নানা অঘূলক বাধাৰ সমূখীন হতে হয়।
একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ জানে কাজেৱ প্ৰতি ভালোবাসা না থাকলে কোনো কাজ দীৰ্ঘদিন ধৰে কৱা যায় না।
তাই তাৱ এমন পেশা নিৰ্বাচন কৱে না, যে পেশাৱ প্ৰতি তাৰেৱ সত্যিকাৱেৱ ভালোবাসা বা ভালোলাগা নেই।
তাই, আমৱা যদি আত্মবিশ্বাসী হতে চাই বিশেষত কোনো কাজেৱ ক্ষেত্ৰে, তবে আমাদেৱ প্ৰথমেই অবস্থা
পৰ্যবেক্ষণ কৱে ভালো পৱিকল্পনা কৱতে হবে। সাহসেৱ সাথে পৱিকল্পনা-মাফিক এগিয়ে যেতে হবে। পৰ্যবেক্ষণ
থেকে শুৰু কৱে পৱিকল্পনা প্ৰণয়ন ও তাৱ বাস্তবায়ন সকল ক্ষেত্ৰেই আমাদেৱ নিজেৱ প্ৰতি আস্থাশীল হতে হবে।
তবেই আমৱা সফল হতে পাৱব।

একক কাজ

একজন কৰ্মজীবী মানুষেৱ সাক্ষাৎকাৱ নাও। তাৱ সাথে কথা বলে জানতে চেষ্টা কৱ তিনি যে সকল কাজ
কৱেন সেসব কাজে আত্মবিশ্বাস তাকে কীভাৱে সাহায্য কৱে। এই কৰ্মজীবী মানুষ হতে পাৱে তোমাৰ
বাৰা-মা, পাড়া-প্ৰতিবেশী বা অন্য কেউ।

দলগত কাজ

আমৱা উপরেৱ শ্ৰেণিৰ ৫/৬ জন সফল শিক্ষার্থীকে আমৰণ জানাই। তাৰেৱ সাথে কথা বলে জানতে চেষ্টা
কৱি তাৰেৱ সফলতায় আত্মবিশ্বাস কীভাৱে সাহায্য কৱেছে। এই সফল শিক্ষার্থীদেৱ কেউ হতে পাৱে
বিতৰ্কে, কেউ সংগীতে, কেউ আঁকায় বা পড়ালেখায় সফল।

পাঠ : ১৩

এসো আত্মবিশ্বাস যাচাই করি –

এসো আজ আমরা নিজেরা আমাদের আত্মবিশ্বাস যাচাই করি।

নিচে দশটি নির্দেশনা দেওয়া আছে। আমরা নিচের নির্দেশনাগুলো পড়ব এবং তারপর সেটা কি সবসময় করি নাকি মাঝে মধ্যে করি, নাকি প্রায়ই করি ইত্যাদি ধরন অনুযায়ী নিচের ঘরে প্রাণ নম্বর লিখব। আমরা সবাই সততার সাথে উত্তর দিব এবং খুব তাড়াতাড়ি দিব। বেশি দেরি করব না বা পাশের বঙ্গুর উত্তর দেখে লিখব না। পূর্বের পাঠের নিয়মেই নম্বর দিব।

এসো শুরু করি-

ক্রম	নির্দেশনাগুলো	সবসময়	প্রায়ই	মাঝে মধ্যে	কম	খুবই কম
		৫	৪	৩	২	১
১.	যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আমি এই বিষয়ে অন্যের মতামত জানার চেষ্টা করি।					
২.	সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমি দৃঢ়তার সাথে কাজটি শুরু করি।					
৩.	আমার নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত অন্যদের উপর কী প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে ভাবি।					
৪.	যেকোনো সমস্যা সমাধানে আমি সাহসের সাথে এগিয়ে যাই।					
৫.	যখন কেউ আমাকে অন্যায়/অযাচিত কিছু করতে বলে আমি দৃঢ়তার সাথে না বলি।					
৬.	যখন আমাকে আমার সম্পর্কে বলতে বলা হয় তখন আমি আস্ত্রার সাথে বলি।					
৭.	আমি আমার কাজ অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার চেয়ে নিজে নিজেই করে থাকি।					
৮.	আমি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ছেট-বড় সবার সাথে পরামর্শ করি।					
৯.	আমি আমার প্রতিদিনের কাজ সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সময়মতো শেষ করি।					
১০.	নতুন কিছু করার ব্যাপারে আমি সর্বদা অগ্রণী।					

এবার আমরা প্রতিটি নির্দেশনার কাজ অনুযায়ী বিভিন্ন ঘরে বসানো সংখ্যাগুলো যোগ করি। যোগফল কত হলো তা দেখে নিচের মন্তব্যগুলো পড়ি-

৫০-৪১: তুমি জানো তুমি কে এবং তুমি কী হতে চাও। তুমি অনেক আত্মবিশ্বাসী।

৪০-৩১: তুমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তবে তুমি চাইলে আরো ভালো করতে পারো।

৩০-২১: তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার উপাদান আছে। তোমার উচিত তোমার সাহসকে কাজে লাগানো। তোমার ভিতরে যে জড়তা তা তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। আর এ জন্য তোমাকে প্রথমেই তোমার দুর্বলতার বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

২০ ও এর নিচে: তোমাকে একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হতে হলে তোমাকে অন্যের উপর নয়, নিজের চিঞ্চা-ভাবনা বিচার-বুদ্ধির উপর আস্থাশীল হতে হবে। শিক্ষকের পরামর্শ ও বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে তুমি আত্মবিশ্বাসী হওয়ার চর্চা করে যাও।

পাঠ: ১৪

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীলতা

আমরা সবাই ভালোভাবে লেখাপড়া করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। কেউ ভাবে বড় হয়ে সে শিক্ষক হবে, কেউ ভাবে সে নিজে একটা ব্যবসা শুরু করবে। তবে শিক্ষা জীবন ও কর্মজীবনে যেকোনো কাজে সফলতা অর্জনের জন্য সৃজনশীল হতে হবে। একজন সৃজনশীল মানুষ যেকোনো কাজে অনেক ভালো করতে পারে। যেমন- একজন সৃজনশীল শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সকল সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে তার সৃজনশীলতার বহিপ্রকাশ ঘটায়। সৃজনশীল মানুষরা কেমন, এসো তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই-

- নতুন কিছু করতে গেলে, নতুন পথে হাঁটতে গেলে কষ্ট থাকবেই; ব্যর্থতা আসতেই পারে। যারা সৃজনশীল নয় তারা এ ঝুঁকি নেয় না। তারা চেনা পথে হাঁটে, জানা কাজ করে। অন্যকে অনুকরণ করে। আর যারা সৃজনশীল তারা নতুন কিছু করতে ভয় পায় না বরং সবসময় নতুন কিছু করতে চায়, নতুনভাবে চলতে চায়।
- যারা সৃজনশীল তারা যুক্তি মেনে চলে। যেমন: বড় হয়ে একজন মানুষ ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন কারণ ডাক্তার হয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। তাই সুখে থাকতে পারবে। অথচ একজন সৃজনশীল ডাক্তারের সুখের জায়গাটা অন্যরকম। তিনি টাকা রোজগারকে প্রাধান্য না দিয়ে সেবাকে প্রাধান্য দেন। যারা সৃজনশীল তারা যুক্তিকে যেমন প্রাধান্য দেন তেমনি প্রাধান্য দেন নিজের পছন্দ, ভালো লাগা ও আগ্রহকে। একজন সৃজনশীল মানুষের যদি শিক্ষকতা করতে ভালো লাগে তবে সে শিক্ষকই হবে। বেতন যা-ই হোক। তিনি নতুন কিছু করা সহ মানবসেবার বিভিন্ন দিকে কাজ করেন। এটাতেই তার সুখ।
- যারা সৃজনশীল তারা খেলাধুলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পছন্দ করে। তারা নিজেরা যেমন আনন্দে থাকে তেমনি তাদের চারপাশের পরিবেশটাকেও বেশ আনন্দময় করে রাখে।
- সৃজনশীল মানুষের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো তারা উদারমনা ও স্বাধীনচেতা হয়। তারা সুখ, দুঃখ অর্জন সবকিছুই সবার সাথে ভাগ করে নেয়। তারা চায় সবাই মিলে ভালো থাকতে। তারা মনে করে একা একা ভালো থাকা যায় না। তাই সবাই মিলে ভালো থাকার চেষ্টা করা উচিত।
- সৃজনশীল মানুষ কোনো কিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না। তারা সর্বদা প্রকৃত সত্যটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। সবসময় তারা সত্যকে খুঁজে বেড়ায় এবং বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে।
- যারা সৃজনশীল তারা কোনো পুরস্কারের আশায় কাজ করে না। সৃজনশীল মানুষেরা কাজ করেই মজা পায়। তারা কাজ পাওয়া বা কাজ করতে পারাকেই পুরস্কার মনে করে।

- সৃজনশীল মানুষেরা সমাজ ও জীবনের নানা দিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। তারা তাদের নিজেদের কাজ কীভাবে আরো ভালো করে করতে পারবে তা নিয়ে ভাবতে পছন্দ করে এবং সেভাবে কাজ করে।

একক কাজ

আমরা তো এতক্ষণ পড়লাম একজন সৃজনশীল মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো কী। এসো এখন আমরা একটা সৃজনশীল কাজ করি।

আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ খাতায় কমপক্ষে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটা করে অনুচ্ছেদ লিখব।

অনুচ্ছেদের নাম হবে :

‘শিক্ষা জীবনে আমি কীভাবে সৃজনশীল হব’।

পাঠ : ১৫

আমি কি সৃজনশীল?

আমরা প্রায়ই সৃজনশীল মানুষের গল্প শুনি। আসলে কি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সৃজনশীল, নাকি সবাই? সত্য কথা হলো, আমরা সবাই সৃজনশীল; কেউ বেশি কেউ কম। যারা একটু কম সৃজনশীল তারা চাইলে আরো বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে।

আমরা কতটা সৃজনশীল, চল একটু যাচাই করে দেখি। আমরা নিচের নির্দেশনাগুলো পড়ব এবং তারপর সেটা কি সবসময় করি, নাকি প্রায় করি, নাকি খুবই কম করি ইত্যাদি ধরন অনুযায়ী তা ঠিক করে প্রতি বাক্যের নিচের ঘরে প্রাণ নম্বর লিখব। পূর্বের পাঠের মতোই নম্বর দিতে হবে।

এসো তবে শুরু করি-

ক্রম	নির্দেশনাগুলো	সবসময়	প্রায়ই	মাঝে মধ্যে	কম	খুবই কম
		৫	৪	৩	২	১
১.	আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পছন্দ করি					
২.	আমি যেকোনো পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি।					
৩.	আমি আমার চারপাশের সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবি এবং এসব সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।					
৪.	আমি কোনো বিষয়ে ধরা-বাঁধা নিয়মের চেয়ে উন্নত স্বাধীন পরিবেশ পছন্দ করি।					
৫.	যেকোনো বিষয়ে জটিল কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে আমার খুব ভালো লাগে।					
৬.	আমি সব কথা খুব ঘনোয়োগের সাথে শুনি। তাই আমি যা শুনি তার অনেকটাই মনে রাখতে পারি					
৭.	আমার নতুন কিছু লিখতে, নতুন পাঠ শিখতে, নতুন নকশা আঁকতে ভালো লাগে।					
৮.	নতুন কিছু দেখলে (যা আমি পারি না) তা আমি শেখার জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকি।					
৯.	আমার গাইড বই ভালো লাগে না। আমি প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লিখতে পছন্দ করি।					
১০.	আমি আমার চারপাশের ঘটনাগুলো কেন ঘটছে, কীভাবে ঘটছে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি।					

যাচাই তো শেষ হলো । এবার প্রতিটি অংশের নিচে যে নম্বর দিয়েছ সেগুলো যোগ করে দেখ । যোগফল কত হলো ? তোমার যোগফল যত হয়েছে সে অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে জেনে নাও-

৪১-৫০: তুমি যথেষ্ট সৃজনশীল মানুষ । তবে ভালোর কোনো শেষ নেই । তাই সবসময় চেষ্টা করে যাও আরো সৃজনশীল হওয়ার ।

৪০-৩১: তুমি বেশ সৃজনশীল । তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার আরও ভালো করার সুযোগ রয়েছে । তাই তোমার উচিত শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে আরো ভালো করে চেষ্টা করা ।

৩০-২১: একজন সৃজনশীল মানুষের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সে বৈশিষ্ট্যগুলো তোমার মধ্যে আছে । তাই আরো বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠতে চাইলে তোমাকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ বেশি বেশি করে করতে হবে । তুমি তোমার শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে আরো বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠতে চেষ্টা কর ।

২০ ও এর কম: তোমার মধ্যে সৃজনশীলতা সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় আছে । তাই সৃজনশীল হয়ে উঠার জন্য তোমার শিক্ষক, বন্ধু, সহপাঠী এবং পরিবারের সাহায্য নেওয়া উচিত । তুমি তোমার চারপাশের প্রকৃতি নিয়ে বেশি বেশি ভাববে । আমাদের সমস্যাগুলো কী কী, কীভাবে এসব সমস্যার সমাধান করা যায় এসব উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে । নতুন কোনো কিছু দেখলে শেখার চেষ্টা করবে ।

নিজ নিজ সৃজনশীলতার মাত্রা তোমরা সবাই যাচাই করে দেখেছ । তবে এটাই চূড়ান্ত যাচাই বা পরীক্ষা নয় । সত্যিকারের সৃজনশীল সেই, যে কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারে ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি গুহাবাসী মানুষের মেধাশ্রমের উদাহরণ?
- ক. শিকার করা এবং সবাই মিলে তা খাওয়া
 - গ. বসবাসের উপযোগী বিপদমুক্ত গুহা নির্বাচন
 - খ. পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করা
 - ঘ. আকাশ দেখা ও ঘুমানো
২. বাংলাদেশের ভূখণ্ডে গড়ে উঠা প্রাচীন সভ্যতা কত পুরানো?
- ক. পাঁচশো বছরের
 - গ. দেড় হাজার বছরের
 - খ. এক হাজার বছরের
 - ঘ. আড়াই হাজার বছরের
৩. প্রাচীনকালের বর্ণমালা কেমন ছিল?
- ক. অঙ্গরভিত্তিক
 - খ. ছবিভিত্তিক
 - গ. জ্যামিতিক আকৃতির
 - ঘ. বর্ণভিত্তিক
৪. নিচের কোন লিপি হতে বাংলালিপির উন্নত হয়েছে?
- ক. মিশ্রীয়
 - খ. গ্রিক
 - গ. ব্রাহ্মী
 - ঘ. চীনা
৫. আত্মবিশ্বাসী মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো-
- i. যেকোনো কাজে নিজের প্রতি আস্থা রাখা
 - ii. মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যাওয়া
 - iii. অপচন্দনীয় ব্যক্তির কাজে বিরক্তি প্রকাশ করা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
 - খ. i ও ii
 - গ. ii ও iii
 - ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জয়নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে বির্তক প্রতিযোগিতায় ৯ম শ্রেণির দল গঠিত হলেও ৮ম শ্রেণিতে দল গঠন করা যাচ্ছিল না। প্রথম দিকের রোল নম্বরধারীদের মধ্য থেকে দু'জন প্রতিযোগিতায় রাজি হলেও একজনের অভাব ছিল। শেষ রোল নম্বরধারী সাথী দাঁড়িয়ে বললো সে অংশগ্রহণ করতে চায়। শিক্ষক সাথীকে সুযোগ দিলেন। বির্তক প্রতিযোগিতা শেষে সাথী সেরা বক্তার পুরস্কার পেল।

৬. সাথীর মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকট?
- ক. মেধা
 - খ. আত্মবিশ্বাস
 - গ. আত্মর্যাদা
 - ঘ. সচেতনতা
৭. সাথীর এ গুণটির ফলে-
- i. তার নিজের প্রতি আস্থা বাড়বে
 - ii. পুরস্কার প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হবে
 - iii. ঝুঁকি গ্রহণের সাহস বাড়বে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
 - খ. i ও ii
 - গ. ii ও iii
 - ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

জামিল ও কামরুল দুজনেই নূরুল ইসলাম সাহেবের কাছে আসবাবপত্র তৈরি করার কাজ শিখেছে। তারা দু'জনেই ব্যবসায় নিয়োজিত। কাজ করার ক্ষেত্রে জামিল সব সময়ই নূরুল ইসলাম সাহেবকে অনুকরণ করেন। কাজের ক্ষেত্রে কোন সমস্যায় পড়লেও জামিল তার সঙ্গে যোগযোগ করেন। এ কারণেই তাকে কোন ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়নি। এতে তিনি অনেকের প্রশংসা পান। অন্যদিকে কামরুল তার শেখা বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে নতুন নতুন কাজের ফরমায়েশ নেন। নতুন ডিজাইনের আসবাবপত্র তৈরির কারণে প্রায়ই তিনি ফরমায়েশদাতাদের বাহবা পান।

- ক. রোবট কী?
- খ. আত্মবিশ্বাসী মানুষের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
- গ. কামরুলের কাজের ক্ষেত্রে কোন দি কটি লক্ষণীয়? বর্ণনা কর।
- ঘ. কাজের ক্ষেত্রে জামিলের পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের কাজ : যেগুলো অন্যেরা করে

জীবনধারণের জন্য আমাদের সকলকেই প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করতে হয়। এ কাজগুলোর কিছু কাজ আমরা নিজেরা করি আর কিছু কিছু কাজে অন্যদের সহযোগিতা নিতে হয়। এই অধ্যায়ে সে ধরনের প্রয়োজনীয় কাজের ধারণা, গুরুত্ব এবং যারা কাজগুলো করেন তাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

১. প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত কাজ নিজে করার সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করতে পারব;
২. প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
৩. পরিবারের বাইরের ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত প্রাত্যহিক জীবনে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজগুলো মূল্যায়ন করতে পারব।
৪. পরিবারের অন্যদের কাজে সহায়তা প্রদান করব;
৫. বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কার্যক কাজসমূহ করব;
৬. বাস্তব পরিস্থিতিতে কার্যক কাজ করব;
৭. কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করব;
৮. বিভিন্ন কাজে ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনে আগ্রহী হব;
৯. প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজসমূহ করতে আগ্রহী হব।

পাঠ : ১, ২, ৩ ও ৪

কেন প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ নিজে করব?



দলগত কাজ

প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ নিজে কর এমন যারা আছ তাদের মধ্য থেকে ২-৩ জন দাঁড়াও।
তোমরা কী কী কাজ কর এবং এর ফলে তোমাদের ব্যক্তিগত কী কী সুবিধা হয় তা বর্ণনা কর।

আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজ থাকে। সাধারণত আমরা নিজেরাই এ কাজগুলো করে থাকি। তবে অনেকেই আছে যারা নিজের কাজ নিজে করে না বা করতে চায় না। অথচ তোমরা একটু ভেবে দেখলে বুবৰে কাজ করার মধ্যে অনেক আনন্দ। বিখ্যাত ব্যক্তিরাও তাদের নিজেদের কাজ নিজেরাই করতেন। অন্যেরা করে দিতে চাইলেও তারা তা করতে দিতেন না।

নিজের কাজ নিজে করলে গুছিয়ে কাজ করা যায়, সময় বাঁচে, অর্থের সাশ্রয় হয় ও কাজ সুন্দর হয়। নিজের কাজ অন্যে করলে তার গুরুত্ব কমে যায়। তাছাড়া কাজ করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে। আমরা যদি প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ নিজেই করি তাহলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন :

কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়ে

প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজটি নিজে করলে কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আগ্রহ বেড়ে যাবে। নিজের কাজ নিজে করতে করতে কাজগুলোর প্রতি তোমার এক ধরনের ভালোলাগা তৈরি হবে। এর মাধ্যমে কাজ বা অন্যদের কাজের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে। তখন আর কোনো কাজকে হীন বলে মনে হবে না।

আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়

নিজের কাজ নিজে করলে কাজ করতে করতে একসময় কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে নিজের প্রতি তোমার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে এবং যেকোনো কাজে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তুমি এই সুযোগ পাবে না এবং তবিষ্যতে বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোযুথি হতে হবে।

কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়

নিজের কাজ নিজে করলে কাজের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হবে এবং নিজেকে পরিবার বা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একজন বলে মনে হবে। তুমি যখন নিজেই নিজের কাজ করবে তখন নিজের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে তোমার আগ্রহ তৈরি হবে।

সমস্যা সমাধান করা যায়

মাঝে মাঝে দেখা যায় হঠাৎ কোনো সমস্যার কারণে পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকতে পারেন না। তখন নিজের কাজসহ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করার প্রয়োজন হয়। সবসময় নিজের কাজ নিজে করার অভিজ্ঞতা থাকলে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করতে কোনো অসুবিধা হয় না এবং যেকোনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়।

নেতৃত্বের গুণ বৃদ্ধি পায়

নিজের কাজ নিজে করতে করতে একসময় নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হবে। যখন তুমি নিজের কাজ নিজে করবে তখন কাজ করার বিভিন্ন কৌশল তোমার জানা থাকবে এবং এর মাধ্যমে তুমি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে পারবে। তাছাড়া বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে ছোট ভাই-বোনসহ অন্যদেরকেও তোমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পরামর্শ দিতে পারবে।

শরীর ও মন ভাগো থাকে

কাজ করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে। কারণ কাজ করার মাধ্যমে শরীরের মাংসপেশিগুলোর সঞ্চালন হয় ও শরীরের ব্যায়াম হয়। প্রতিদিন কাজ করার কারণে শরীর ভালো থাকলে খোশমেজাজে কাজ করা সম্ভব হয়, তখন মনও প্রফুল্ল থাকে। নিজের কাজ নিজে করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো রাখা সম্ভব হয়।

সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে

কাজ করতে করতে মানুষ সময় বাঁচিয়ে কম পরিশ্রমে কাজ করার অনেক উপায় খুঁজে বের করে। সবসময় চেষ্টা করে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার। যেমন: অধিকতর সহজ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ করা, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করার নিয়-নতুন পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করা এবং অতিরিক্ত, বাতিলকৃত ও ফেলনা জিনিস দিয়ে ব্যবহার্য জিনিসগুলি তৈরি করা ইত্যাদি। নিজের কাজ নিজে করলে নতুন কিছু করার স্পৃহা তৈরি হবে এবং এর মাধ্যমে তোমার সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটবে।

সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়

যেকোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সহনশীলতা ও ধৈর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারলে, কাজের ফলাফল নিজের অনুকূলে না এলে অথবা কাজে ভুল হলে অনেক সময় মেজাজ বিগড়ে যায়। অনেকে সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ কাজে সফল হওয়ার জন্য সহনশীল হওয়া অনেক জরুরি। নিয়মিত

কাজ করলে কাজের অভ্যাস, ভুল, বারবার চেষ্টা করা এবং কাজের প্রাপ্তির মাধ্যমে মানুষ সহনশীলতার শিক্ষা পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে সহনশীলতার শক্তি অর্জন করা সম্ভব।

অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়

কাজ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মূল্য অনেক। সমাজে যে যত বেশি অভিজ্ঞ এবং দক্ষ সে তত নিপুণভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে। শুধুমাত্র কাজ করার মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব এবং যে যত বেশি কাজ করে সে তত বেশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে উঠে। নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে তোমার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং যেকোনো কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।

মননশীলতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে

জন্মের পর থেকেই প্রত্যেক মানুষ এক-একটি আলাদা সত্ত্ব হিসেবে গড়ে উঠে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মনোবৃত্তি আছে। বয়স বাঢ়ার সাথে সাথে মানুষের ব্যক্তিসত্ত্ব ও মনন পরিবর্তিত এবং পরিশীলিত হতে থাকে। মানুষের কাজের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব, মননশীলতা ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে মননশীলতা ও ব্যক্তিসত্ত্বের বিকাশ অধিকতর সহজ হয়।

কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় ও কর্মসূচি হওয়া যায়

কাজ করতে করতে কাজের প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ জন্মায়। কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা তৈরি হওয়ায় যেকোনো কাজ তারা দ্রুততার সাথে সম্পাদন করে ফেলে। কাজের প্রতি আগ্রহ থাকলে সবসময় কর্মচক্ষল ও যেকোনো কাজে সদা তৎপর থাকা সম্ভব হয়। নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে কর্মসূচি ও কর্মতৎপর হওয়া যায়।

অলসতা দূর হয়

কাজ করার মাধ্যমে মানুষের অলসতা দূর হয়। অলসতা একধরনের রোগ, যা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে, মনোবলকে নিঃশেষ করে দেয়। কাজ না করার কারণে মানুষের উপর আলস্য ভর করে এবং একান্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও তারা কোনো কাজ করতে সক্ষম হয় না বা করতে পারে না। নিজের কাজ নিজে করলে অলসতা দূর হয় এবং কর্মসূচি বৃদ্ধি পায়।

ভয়, লজ্জা ও ইনমন্যতা দূর হয়

কাজ করার মাধ্যমে কাজের প্রতি মানুষের ভয়, লজ্জা ও ইনমন্যতা দূর হয়। এমন অনেক মানুষ আছে যারা কাজ করতে ভয় পায় এবং লজ্জা পায়। আবার অনেকে আছে যারা কাজ করতে গিয়ে ইনমন্যতায় ভোগে, তাদের মধ্যে সারাক্ষণ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ এই মনোভাব কাজ করে। নিজের কাজ নিজে করলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। কাজের প্রতি যদি কারো কোনোরূপ ভীতি থেকে থাকে কাজ করার মাধ্যমে সেই ভীতি দূর হয়ে যায়। এছাড়াও নিজের কাজ নিজে করাতে অসম্মানের কিছু নেই বরং তা গৌরবের। সেজন্য নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে লজ্জা এবং ইনমন্যতাও দূর হয়।

এসো আমরা নিচের ঘটনাটি মনোযোগসহ পড়ি

মুশফিকের বয়স ১৪ বছর। মুশফিক একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তারা দুই ভাই-বোন। বড় বোন উপজেলার কলেজে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। মুশফিকের বাবা একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আর মা গৃহিণি। মুশফিক বিদ্যালয়ের একজন ভালো ছাত্র। শিক্ষকেরা সবাই তাকে অনেক আদর করেন। বিষ্ণু নিজের পড়ালেখা ছাড়া আর কোনো কাজে তার কোনো খেয়াল নেই। মশারি টাঙ্গানো, বিছানা গোছানো, পড়ার টেবিল গোছানো, স্কুলব্যাগ গোছানো, জামা-কাপড় ধোয়া সব কাজই অন্যরা করে দেয়।

মুশফিকের মামা একজন শিক্ষক। তার মামা তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। মামা এসে দেখেন মুশফিকের মন খুব খারাপ। সে একদম চুপচাপ, কোনো কথাই বলছে না। অন্য সময় হলে মুশফিক খুশিতে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াত। মামা মনে করলেন, হয়ত কারো সাথে অভিমান করেছে। তিনি মুশফিকের কাছে বসে আদর করে তার মন খারাপ হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। মুশফিক বলল, মামা আজ স্কুলে স্যারের বকুনি খেয়েছি আবার সবার সামনে অনেক লজ্জাও পেয়েছি, তাই মন খারাপ। মামা তাকে ঘটনা খুলে বলতে বললেন।

মুশফিক বলতে লাগল, সকালে স্কুলে গিয়ে দেখি সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। আমার এক বন্ধু বলল আমার প্যান্টের পেছনে নাকি অনেক ময়লা, তাই দেখে সবাই হাসাহাসি করছে। লজ্জায় আমার তখন কান্না পাছিল। আজ আমাদের বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি আমার ব্যাগে কোনো কলম নেই। সারা ব্যাগ তন্তৱ করে খুঁজেও কোনো কলম পেলাম না। কলম না থাকায় স্যার আমাকে অনেক বকুনি দিলেন।

এরপর বাড়িতে চলে এলাম। বিজ্ঞান বিষয়ের স্যার বাড়ির কাজ দিয়েছেন। বিকেলে বিজ্ঞান বই খুঁজতে গিয়ে দেখি সেটি জানালার পাশে এমনভাবে রাখা যে বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আর পড়তে পারলাম না। এসব কারণে আমার মন খুব খারাপ। আমি এখন কী করব মামা? মামা তার সব কথা শুনে বললেন তুমি প্যান্ট ধোয়ার সময় ভালোভাবে খেয়াল করোনি কেন? তাছাড়া স্কুলব্যাগ গোছানোর সময় পড়ার টেবিল গুছিয়ে ব্যাগে কলম নিলে না কেন? মুশফিক বলল, প্যান্ট তো ধুয়েছে রহিম (কাজের লোক) আর পড়ার টেবিল এবং স্কুলব্যাগও সেই গুছিয়েছে।

মামা বুঝতে পারলেন আসল সমস্যাটি কোথায়। তিনি তার ভাগ্নেকে বললেন, শোন নিজের কাজ নিজে করলে এসব সমস্যা হতো না। কারণ তুমি নিজে করলে কাজটি আরও ভালোভাবে করতে পারতে। এখন থেকে তোমার কাজগুলো তুমই করবে। তাহলে আর লজ্জাও পেতে হবে না, স্যারের বকুনিও শুনতে হবে না। এখন আর মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই। চলো একটি বিজ্ঞান বই সংগ্রহ করি। যাওয়ার আগে তোমার প্যান্টটি সাবান দিয়ে ভিজিয়ে রাখো। বাড়িতে ফিরে প্যান্ট ভালো করে ধুয়ে ফেলবে।

মুশফিক তার নিজের সমস্যাগুলো উপলব্ধি করতে পারল। এরপর থেকে সে সবসময় তার নিজের কাজগুলো নিজেই করে এবং সে কারণে তাকে আর কখনো লজ্জাও পেতে হয়নি এবং বকুনিও শুনতে হয় না।

একক কাজ-১: নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ -

১. কী কী কারণে মুশফিকের মন খারাপ ছিল?
২. নিজের কাজ নিজে না করলে এ রকম আরও কী কী অসুবিধা হতে পারে তা লিখ।
৩. মামার উপদেশ শুনে কীভাবে তার সমস্যা সমাধান করেছিল।

দলগত কাজ-২: শিক্ষকের নির্দেশনায় ছেট দলে সাঙ্গাহিক ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার কর।

নিজের কাজ নিজে করার সুবিধা ও না করার অসুবিধা

নিজের কাজ নিজে করার অনেক সুবিধা রয়েছে। নিজের কাজ নিজে করলে কাজটি নিজের মতো করে করা সম্ভব হয়। কারণ তোমার কাজ তুমি কীভাবে করবে সেটি তোমার চেয়ে আর কেউ ভালো বুঝবে না। তাছাড়া নিজের কাজ নিজে করলে কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অন্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় না। অন্যদিকে নিজের কাজ নিজে না করলে অনেক ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়। যেমন, আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া, অন্যের কাজ পছন্দ না হওয়া, অন্যের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়া ও আর্থিক ক্ষতিসহ নানান রকমের সমস্যার মুখোমুখি হওয়া।

তোমরা নিচের টেবিলে নিজের কাজ নিজে করার সুবিধা ও নিজের কাজ নিজে না করার অসুবিধাগুলো লেখ। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য দুইটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লেখা আছে।

ক্রম	নিজের কাজ নিজে করার সুবিধা	নিজের কাজ নিজে না করার অসুবিধা
১	সঠিক উপায়ে কাজ করা হয়	কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
২	কাজের চাপ তৈরি হয় না	দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		

পাঠ : ৫, ৬ ও ৭

প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজগুলোর গুরুত্ব

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানান ধরনের কাজ থাকে। এর মধ্যে কিছু কাজ একান্ত নিজের আবার কিছু কাজ আছে যা পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে সম্পর্কিত। পরিবারের অন্য সদস্যদের এ রকম কাজগুলোও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয়। যেমন : পরিবারের কেউ যদি বাজার না করেন আর কেউ যদি রান্না না করেন তাহলে পরিবারের সবাইকে না খেয়ে থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যরা যদি তাদের কাজগুলো না করেন তাহলে আমাদের জীবন থমকে যাবে। পরিবারের বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করার জন্য পরিবারের একজনকে অন্যজনের উপর নির্ভর করতে হয় ও সহযোগিতা নিতে হয়।

তোমরা সবাই তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের সদস্যরা কী কী কাজ করে থাকে তা নিয়ে চিন্তা কর। এরপর সবাই নিচের টেবিলে প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজগুলো লেখ। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য তিনটি কাজ লেখা আছে।

ক্রম	প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজ সমূহ
১	রান্না করা
২	বাজার করা
৩	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	

উপরে তোমরা যে কাজগুলোর কথা উল্লেখ করলে এ রকম অনেক কাজ আছে যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় এবং পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত এ কাজগুলো করে থাকেন। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ তারা এ কাজগুলো নিয়মিতই করছেন; যদি এ কাজগুলো তারা না করতেন তাহলে পরিবারের অবস্থা কী দাঁড়াত? যেমন, যে পরিবারে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি রয়েছে সে পরিবারের কেউ যদি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের কাজটি নিয়মিত না করত, দেখাশোনা না করত তাহলে আমরা এগুলো কোথায় পেতাম? ছোট ভাই-বোনদের যদি মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দেখাশোনা না করতেন কীভাবে তারা বেড়ে উঠত? প্রতিদিন যদি কেউ ঘর-দোর-আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করত তাহলে কী অবস্থা হতো? পরিবারের বড়রা যদি তোমাদের পড়া দেখিয়ে না দিতেন তাহলে তোমরা কীভাবে পড়া শেষ করতে? পরিবারের সদস্যরা এসব কাজ নিয়মিত করেন বলেই আমরা সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারি।

দলগত কাজ :

প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় যে সকল কাজের ক্ষেত্রে আমরা পরিবারের অন্যদের উপর নির্ভরশীল সে কাজগুলো তারা না করলে কী ধরনের সমস্যায় পড়তে হতো? তোমরা সবাই দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

তোমরা সবাই জানো তোমাদের কাজ ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক। এবার এসো আমরা প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানি-

খাদ্যের সংস্থান

পরিবারের সদস্যরা তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবারের সব সদস্যের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। বাবা-মা, ভাই-বোন বা পরিবারের অন্যরা বাজার করে, রান্না করে আমাদের প্রতিদিনের সকাল-দুপুর-রাতের খাবারের সংস্থান করেন। তারা এ কাজগুলো না করলে পরিবারের সদস্যদের প্রাত্যহিক জীবনের ভরণ-পোষণ হতো কোথা থেকে? এজন্য আমাদের জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক।

সুন্দর জীবনযাপন

দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর করার জন্য পরিবারের সদস্যরা প্রতিনিয়ত কাজ করে থাকেন। বাড়ির আঙিনা, ঘর পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রতিদিন ঘর গোছানো, আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে পরিবারের সদস্যরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলেন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে আমাদেরকে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনে সহায়তা করেন।

শিক্ষা

যারা লেখাপড়ায় জড়িত তাদেরকে পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন পড়া দেখিয়ে দেন ও বিদ্যালয়ের কাজ তৈরি করতে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখাকে নির্বিম্ব ও নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের বাবা-মা, ভাই-বোন বা পরিবারের অন্যরা নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন। লেখাপড়ার বিভিন্ন উপকরণ তথা খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি তারা সরবরাহ করেন। এজন্য আমাদের জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক।

চিকিৎসা

পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, ঔষধপত্র কেনা, ঔষুধ খাওয়ানো ইত্যাদি কাজ পরিবারের অন্য সদস্যরাই করে থাকেন। যদি পরিবারের কেউ হঠাতে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তাহলে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে সাথে সাথে ডাক্তার বা নার্স পাওয়া সম্ভব হয় না। তখন পরিবারের সদস্যরাই তাকে প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে থাকেন এবং পরে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। এক্ষেত্রেও পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক।

গবাদিপশু ও হাঁস-মূরগি পালন

গৃহপালিত বিভিন্ন প্রাণী তথা গরু, ছাগল, মহিষ ও হাঁস-মূরগি থেকে আমরা আমিষ জাতীয় খাবার পেয়ে থাকি। এর মধ্যে দুধ, ডিম, মাংশ ইত্যাদি। আবার এসব প্রাণীর বিষ্ঠা দিয়ে আমরা জৈব সার তৈরি করে থাকি। তাছাড়া বর্তমানে এসব প্রাণীর বিষ্ঠা থেকে জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস পাওয়া যায়। উপরোক্ত জিনিসগুলো এসব প্রাণী থেকে পেতে হলে তাদের যথাযথ যত্নের প্রয়োজন হয়, যা পরিবারের সদস্যরা করে থাকেন।

এছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কাজ করার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, যা আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কাজ করার জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কাছ থেকে যেকোনো কাজ সহজভাবে করার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন কাজ লক্ষ্য করার মাধ্যমে কাজ করার বিভিন্ন উপায় ও কৌশল শেখা যায়। অনেক সময় তারা উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেরা কাজ করেন ও হাতেকলমে কাজ করার শিক্ষা দেন। পরিবারের সদস্যদের সঙে কাজের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ ও উদ্দীপনা লাভ করা যায়।

সবাই নিচের ঘটনাটি মনোযোগসহ পড়

করিম ও রহিমা দুই ভাই-বোন। করিমের বয়স ১৪ বছর আর রহিমার বয়স ১২ বছর। তারা দু'জনেই লেখাপড়া করে। করিম অষ্টম শ্রেণি আর রহিমা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তাদের পরিবার একটি দরিদ্র পরিবার। তাদের বাবা নেই।

মা সালেহা বেগম অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার ও তাদের লেখাপড়ার খরচ চালান। প্রতিদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম শেষে বাজার করে তারপর চুলায় রান্না চড়ান। দিনশেষে তার সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে তিনি সব কষ্ট ভুলে যান। তার সন্তানরা তাকে ঘর গোছানো, গবাদি পশু-পাখি লালন-পালনসহ পারিবারিক বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে।

একদিন করিম ও রহিমা বিদ্যালয় থেকে ফিরে দেখে তাদের মা ভীষণ অসুস্থি। বাড়িতে সব অগোছালো পড়ে আছে। যেহেতু মা অসুস্থি তাই আজ বাজারও করা হয়নি এবং রান্নাও হয়নি। মাঝের অসুস্থিতায় তারা দুজন বেশ অসহায় বোধ করল; তারা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। তারা তাদের মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলো। প্রতিবেশীরাও ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পরামর্শ দিল। তাই তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাদের মা সুস্থি হয়ে উঠল।

একক কাজ-১ : নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর লেখ-

১. মা অসুস্থি হওয়ার ফলে প্রাত্যহিক কাজে করিম ও রহিমাদের পরিবারে কী কী সমস্যা হচ্ছে?
 ২. প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজ কেন গুরুত্বপূর্ণ তা উপরোক্ত ঘটনার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- দলগত কাজ-২ : শিক্ষকের নির্দেশনায় শ্রেণির সকলে মিলে প্রতিমাসে একবার বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ/বাগান পরিষ্কার কর।

পাঠ : ৮, ৯ ও ১০

প্রাত্যহিক জীবনে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজ



উপরে বিভিন্ন কাজের যে ছবিগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেগুলো প্রতিদিন করতে হয় না কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ রকম অনেক কাজ আছে যেগুলো নিয়ে এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য মানুষ যে কাজগুলো করে থাকে সেগুলো দুই ধরনের। একটি হচ্ছে প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আর অন্যটি প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন। যে কাজগুলো প্রতিদিনই করা আবশ্যিক এবং না করলে সমস্যা হবে সেগুলো প্রাত্যহিক জীবনের কাজ আর যে কাজগুলো প্রতিদিন করার দরকার হয় না বা প্রতিদিন না করলে কোনো সমস্যা হয় না বরং সঙ্গাহে, মাসে, ছয় মাসে বা

বছরে করতে হয় সেগুলো প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খাবার তৈরি প্রতিদিনের কাজ আর ঘর মেরামত করা বাংসরিক কাজ। দুই ধরনের কাজই মানুষ নিজেরাও করে আবার অন্যদেরও সহায়তা নেয়। আমাদের আলোচনা পরিবারের বাইরে অন্যরা করে এমন কাজ নিয়ে। প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং যা পরিবারের বাইরে অন্যরা করে এমন কিছু কাজের তালিকা নিচের টেবিলে লেখ। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য তিনটি ভাগে একটি করে কাজ উল্লেখ করে দেওয়া হলো।

ক্রম	প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজ		
	সাঙ্গাহিক	মাসিক	বাংসরিক
১	ফসলের জমিতে পানি সেচ দেওয়া	চুল কাটা	ঘর মেরামত
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			

তোমরা হয়তো খেয়াল করে থাকবে যে মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়িতে বাইরের লোকেরা এসে বিভিন্ন কাজ করে আবার চলে যায়, সে কাজগুলো প্রতিদিন করার প্রয়োজন হয় না। যেমন: বলা যেতে পারে, কৃষিজমিতে চাষাবাদের জন্য মৌসুম অনুযায়ী এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের মানুষের বাড়িতে থেকে কাজ করে, পয়ঃনিষ্কাশন কর্মী কয়েক মাস পরপর বাড়িতে এসে মল-মূত্রের ট্যাংক পরিষ্কার করে, কাঠমিঞ্চি বা রাজমিঞ্চিরা বছরে একবার বাড়ি মেরামত করতে আসে, রং মিঞ্চি বাড়ি রং করে দেয়, গাছিরা কয়েকমাস পরপর গাছ পরিষ্কার করে দেয়।

এছাড়াও আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ আরও এমন অনেক কাজ আছে যা অন্যরা সম্পাদন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জেলেদের মাছ ধরা, দোকানির দোকানদারি, কাঁচাবাজারের বিক্রেতা, গবাদিপশু পালক, বিভিন্ন যানবাহনের চালক, রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ইত্যাদি। প্রায়ই আমাদের চাল-ডাল, মাছ-মাংস-তরিতরকারি কেনা লাগে। দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনা, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসা করতে হয়। এ কাজগুলো সরাসরি আমরা করি না অথচ এগুলো আমাদের পারিবারিক জীবনের সাথে অঙ্গসীভাবে জড়িত অর্থাৎ আমাদের কাজ যা অন্যরা করে।

দলগত কাজ:

‘প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় সকল কাজ নিজেই করা সম্ভব’ বিষয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হবে।

প্রাত্যহিক জীবনে সম্মত নয় এমন কাজগুলো যারা করেন

সুন্দরভাবে জীবন ধারণের জন্য সংসার জীবনে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। এ কাজগুলোর সবগুলোই যে আমরা নিজেরা করি বা করতে সক্ষম তা নয়। কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো অন্যের সহায়তা ছাড়া করা সম্ভব নয়। এসব কাজ করার জন্য পরিবারের বাইরে অন্যদের সহযোগিতা নিতে হয়। এসব কাজ সংশ্লিষ্ট পেশার লোকজন আমাদের জন্য করে থাকেন।

তোমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখবে এ কাজগুলো যারা করেন তারা তোমাদের আশপাশেরই লোক, প্রতিবেশী, একই গ্রামের কিংবা একই এলাকার বাসিন্দা। অনেকেই থাকেন যারা তোমাদের পূর্বপরিচিত এবং বেশ চেনাজানা। এদের মধ্যে যারা যে কাজে পারদর্শী তারাই সে কাজগুলো করে থাকেন।

কাজগুলোর গুরুত্ব

পারিবারিক জীবনকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরে অন্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক। এসো আমাদের জীবনে অন্যদের কাজের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করি-

পণ্যের যোগান: আমাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্য অনেক জিনিসপত্রের দরকার হয়। প্রতিদিনের আহারের আয়োজনে চাল-ডাল, তরি তরকারি, মাছ-মাংস, দুধ ও অন্যান্য মুদি সামগ্রী, কিংবা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার জন্য বই-খাতা-কলমসহ বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন হয়। জেলে, কৃষক, গোয়ালা, ব্যবসায়ী ও দোকানদার তাদের মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে এসব জিনিসের যোগান দেন।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বিচার করতে গেলে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। দেশের প্রকৌশলী ও নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের কাজের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখছেন। বাড়ি-ঘর, অফিস-আদালত নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট তৈরি ও মেরামত, পুকুর-খাল-নালা খনন, বন্দর নির্মাণ ও বাজারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে তারা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। এজন্য আমাদের জীবনে প্রকৌশলী, নির্মাণ শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকের কাজের গুরুত্ব অনেক।

যাতায়াত

জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। চাকরিজীবীদের অফিসে যাওয়া, কোথাও বেড়াতে যাওয়া, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন কাজ করার জন্য মানুষকে রাস্তায় চলাচল করতে হয়। পরিবহনকর্মী ও চালকরা তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক সময়ে তার গন্তব্যে নিরাপদে পৌছানোর ব্যবস্থা করে থাকেন।

বিনোদন

সুষ্ঠু বিনোদন মানুষের জীবনধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। লেখক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, বেতার ও টেলিভিশন কর্মীরা মানুষের বিনোদনের জন্য অক্সান্ত পরিশ্রম করে থাকেন। বিভিন্ন খেলোয়াড়রা তাদের খেলার মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেন। বিভিন্ন পার্ক, থিয়েটার, সিনেমা হল, যাদুঘরে কর্মরত কর্মীরা সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করে।



খাদ্য উৎপাদন

খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে একটি। দেশের কৃষকসমাজ তাদের নিরস্তর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শস্য ও ফসল ফলিয়ে দেশের খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে। কৃষক কৃষি কাজ করে, জেলে মাছ শিকার করে ও রাখাল গবাদি পশুকে লালন-পালন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

সুস্থি-সবল জীবনযাপন

অসুস্থ হলে বা রোগাক্রান্ত হলে মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায়। সেই হাসপাতালের চিকিৎসক, সেবক-সেবিকারা মানুষকে সেবা শুশ্রা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সুস্থ সবলভাবে বাঁচতে, সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে সহায়তা করেন। এজন্য আমাদের জীবনে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকার কাজের গুরুত্ব অনেক।

নিরাপত্তা

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড মানুষকে স্পষ্টিতে থাকতে দেয় না; মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য দেশের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করে। তাছাড়া দেশকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সশস্ত্র বাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী কাজ করছে। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমন করে ও মানুষকে নিরাপত্তা দেয়।

সুন্দর জীবনযাপন

মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্নজন প্রতিনিয়ত কাজ করে থাকেন। পরিচ্ছন্নকর্মীরা প্রতিদিন এলাকা পরিষ্কার করে রাখে, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন কর্মীরা মানুষকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদানের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। পোশাক শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরি করে এবং অন্যান্য শ্রমিকরা বিভিন্ন আসবাব ও তৈজসপত্র তৈরি করে যা আমাদের সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনে সহায়তা করে।

দলগত কাজ

প্রতিদিন করতে হয় না এমন কিছু কাজ চিহ্নিত করে এগুলোর গুরুত্ব পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

ନୟନା ପଣ୍ଡ

বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন কাজটি সরাসরি অনুশীলনমূলক কাজ?
ক. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার গল্প পড়া
গ. অন্যকে দিয়ে কাজ করানো

খ. নিজের কাজ নিজে করা
ঘ. স্জনশীল কাজ দেখা

২. নিচের কোন কাজটি সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করে?
ক. বাড়িতে বিদ্যুত থাকা
গ. বাড়ির কাজ অন্যকে দিয়ে করানো

খ. বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখা
ঘ. দামি দামি পোশাক পরা

৩. প্রাত্যহিক জীবনে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজের মধ্যে পড়ে-
i. সড়ক উন্নয়ন, বন্দর নির্মাণ
ii. নিজের জন্য পুরুর খনন ও চাষাবাদ
iii. নিজের কাপড়-চোপড় খোয়া ও গুছিয়ে রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
গ. ii ও iii

খ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

উদ্বীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ଅନି ଛୋଟବେଳୋ ଥେକେଇ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ସକଳ କାଜ ନିଜେ କରାତେ ପଢ଼ନ୍ତ କରେ । ମା-ବାବା ବା ଅନ୍ୟ କେଉ ତାକେ ସହାୟତା କରାତେ ଏଗିଯେ ଏଲେଓ ମେ ନିଜେର କାଜ ନିଜେ କରାତେଇ ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦବୋଧ କରେ ବଲେ ଜାନାୟ ।

৪. অনির এ বৈশিষ্ট্যটি কোন দক্ষতাকে নির্দেশ করে?

 - ক. সমস্যা সমাধান
 - গ. আত্মনির্ভরশীলতা
 - খ. সহযোগিতামূলক
 - ঘ. যোগাযোগ

৫. অনির এ বৈশিষ্ট্যটি তাকে ভবিষ্যতে-

 - i. আত্মসচেতন করে গড়ে তুলবে
 - ii. কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে উদ্বৃদ্ধ করবে
 - iii. সৃজনশীল ও উত্তাবনী শক্তিসম্পন্ন করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

 - ক. i
 - গ. ii ও iii
 - খ. i ও ii
 - ঘ. i, ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

হাসেম সাহেব একজন কৃষক। তার ৫০ বিঘা জমি আছে। তিনি এ জমিগুলোতে মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন ফসল চাষ করে থাকেন। তার জমিতে চাষাবাদের কাজ করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চাষিরা আসেন। হাসেম সাহেব তার চাষাবাদের মাধ্যমে অনেক খাদ্য উৎপাদন করেন। তার ছেলে সাকিব ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তার ফার্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতের কাজ করেন। তার অধীনে প্রায় ১০০ জন নির্মাণ শ্রমিক কাজ করেন।

- ক. নিরাপত্তা কী?

খ. প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ. সাকিব দেশের জন্য কী ধরনের ভূমিকা রাখছেন? বর্ণনা কর।

ঘ. হাসেম সাহেবের কাজের গুরুত্ব মল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

আমাদের শিক্ষা ও কর্ম

তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছ ভবিষ্যতে কোন পেশায় যেতে চাও? সে পেশা গ্রহণের জন্য তোমাদের কী কী বিষয় জানতে হবে, কী কী দক্ষতা অর্জন করতে হবে? এ দক্ষতাগুলোই বা কীভাবে তোমরা অর্জন করতে পারবে? সেই পেশায় সফল হতে হলে তোমাদের কী ধরনের গুণ বা দক্ষতা থাকা দরকার? আমরা এ অধ্যায়ে এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে এসো কর্মক্ষেত্রে বা পেশায় সাফল্য লাভের উপায়, শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যকার সম্পর্ক এবং পরবর্তী শিক্ষান্তর সম্পর্কে জেনে নিই।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

১. কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণ অর্জনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
৩. কর্মসংস্থানের সাথে পাঠ্য বিষয়সমূহের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব;
৪. পরবর্তী শিক্ষান্তরের শাখা ও বিষয় নির্বাচনে নিজের আগ্রহ ও প্রবণতা শনাক্ত করতে পারব;
৫. আতুর্কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে প্রতিবেদন লিখতে পারব;
৬. বিদ্যালয়ের আয় সূজনমূলক একটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারব;
৭. পরবর্তী শিক্ষান্তরের বিভিন্ন শাখা ও বিষয়সমূহের গুরুত্ব জানতে আগ্রহী হব এবং
৮. শিক্ষা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করব।

পাঠ : ১ ও ২

কর্মক্ষেত্রে সফলতার চাবিকাটি

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার প্রয়োজনীয় গুণগুলো সম্ভর্কে ধারণা পেয়েছি। এসো দেখি এই গুণগুলোর মধ্যে কোনটি কোন কাজে লাগে।

দলগত কাজ :

নিচে কিছু গুণ বা দক্ষতার তালিকা দেওয়া আছে। এসো দলে বসে আলোচনা করি এই দক্ষতাগুলো কুলে বা শ্রেণিকক্ষে কীভাবে কাজে লাগে, আর কর্মক্ষেত্রেই বা কীভাবে কাজে লাগতে পারে। প্রতিক্ষেত্রে একটি করে উদাহরণও চিন্তা করি আর তা ছক অনুযায়ী খাতায় লিখি।

গুণ/দক্ষতা	বিদ্যালয়ে এটি কীভাবে কাজে লাগে?	কর্মক্ষেত্রে এটি কীভাবে কাজে লাগে?
<ol style="list-style-type: none"> ১. স্মরণশক্তি বা মনে রাখার ক্ষমতা ২. সময়মতো কাজ করে তা নির্ধারিত সময়ে জমা দেওয়া ৩. মনোযোগ দিয়ে শোনা ৪. কাজের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া ৫. নিজের কথা গুছিয়ে বলতে পারা ৬. নোট নেওয়া ৭. নিজে নিজে কাজ করতে পারা ৮. লিখতে পারা বা লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা ৯. সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা ১১. উদ্দিষ্ট বা উৎসাহিত বোধ করা ১২. নেতৃত্ব দেওয়া ১৩. গুছিয়ে/সুবিন্যস্তভাবে কাজ করা ১৪. দলে কাজ করার ক্ষমতা ১৫. নিয়ম মেনে চলা ১৬. পরিশ্রমী 		

আমরা দেখলাম যে কিছু সাধারণ গুণাবলি বা দক্ষতা রয়েছে যেগুলো উভয় ক্ষেত্রে জরুরি। হোক তা শিক্ষাজীবন কিংবা কোনো নির্দিষ্ট পেশাগত জীবন। তবে কিছু দক্ষতা রয়েছে যা শুধু নির্দিষ্ট পেশার জন্যই দরকার। অর্থাৎ কিছু দক্ষতা হলো সাধারণ যেগুলো সকল পেশায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন। আবার কিছু

বিশেষ দক্ষতা আছে যেগুলো শুধু বিশেষ পেশার জন্য প্রয়োজন। যেমন— মাটির জিনিসের উপর সুন্দর কাজ করা, এটি কুমোর পেশার জন্য দরকার। এ রকম আরও অনেক বিশেষ দক্ষতার উদাহরণ তোমরা নিজেরাই দিতে পারবে।



বাড়ির কাজ:

নিচের বিষয়গুলো নিয়ে বাবা/মা/আতীয়/প্রতিবেশী যে কারোর সাথে কথা বলো।

- জেনে নাও তার পেশা এবং এই পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো।
- দক্ষতাগুলোর তালিকা তৈরি কর।
- এগুলোর মধ্যে কোনগুলো তুলনামূলকভাবে সাধারণ এবং কোনগুলো বিশেষ শ্রেণির (শুধু নির্দিষ্ট ধরনের পেশার জন্য প্রয়োজন) তা চিহ্নিত কর।

কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণ

নিচে কিছু পেশাজীবীর তালিকা দেয়া হলো। তোমরা তোমাদের শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে সুবিধামতো এসব পেশার একেকজন ব্যক্তিকে শ্রেণিকক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়ে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের যে দক্ষতাগুলো দরকার হয় তা জেনে নিতে পার। এসো দেখি আমরা কাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি—

১. শিক্ষক
২. চিকিৎসক
৩. মালী
৪. দপ্তরি
৫. কাঠমন্ত্রি
৬. দর্জি
৭. জেলে
৮. মার্কি

৯. দোকানদার
১০. প্রকৌশলী
১১. কৃষক
১২. ব্যাংকার
১৩. সরকারি চাকরিজীবী
১৪. নার্স
১৫. কুমোর

দলগত কাজ :

প্রত্যেক দল একেকজন ব্যক্তির সাক্ষাত্কার নেবে। এজন্য তোমরা একটি সাক্ষাত্কারপত্র (কী কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে তার তালিকা) তৈরি করে নাও। তাতে যেন নিচের প্রশ্নগুলো বাদ না পড়ে তা লক্ষ রেখো।

সাক্ষাত্কারপত্রের জন্য প্রশ্ন

১. আপনি কবে থেকে এ পেশায় আছেন?
২. আপনার সাধারণত কী কী কাজ করতে হয়?
৩. কাজগুলো করার জন্য আপনার কী কী দক্ষতার প্রয়োজন হয়?
৪. এ দক্ষতাগুলো আপনি কীভাবে অর্জন করেছেন?
৫. এর মধ্যে কোন কোন দক্ষতাগুলো আপনার এই কাজের জন্য অপরিহার্য?
৬. এই দক্ষতাগুলো উন্নয়নে আপনি কী করেন?

এসো এবার আমরা দলে বসে প্রত্যেক পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোর তালিকা দিয়ে পোস্টার তৈরি করি। এর মধ্যে যেগুলো সাধারণ দক্ষতা সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করি। একইভাবে বিশেষ দক্ষতাগুলোকেও অন্য আরেকটি নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করি। পোস্টারে চিহ্নগুলোর অর্থ লিখে দেই। প্রত্যেক দলের পোস্টার শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে লাগাই। সবাই অন্যান্য দলের পোস্টারগুলো দেখি। অতঃপর আলোচনা করি।

পাঠ : ৩ ও ৪

কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার গুণাবলি

আমরা কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু গুণাবলি শনাক্ত করতে পেরেছি। এবার আমরা কিছু সাধারণ গুণাবলি যা কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য জরুরি তা অর্জনের উপায় সম্পর্কে জানব।

দলগত কাজ:

আমরা কিছু শক্ত কার্ডে অথবা সাদা কাগজে নিচের তালিকা দেখে এক একটি কার্ডে এক একটি দক্ষতা বড় বড় করে লিখি—

এবার প্রতিটি দল একটি করে কার্ড তুলে নিই। যার কাছে যে দক্ষতার কার্ড রয়েছে সে দক্ষতাটি নিয়ে দলে আলোচনা করি। আলোচনা নিচের বিষয়কেন্দ্রিক হবে:

- এই দক্ষতাটি বলতে কী বোঝায়?
- এই দক্ষতাটি কেন প্রয়োজন?
- এই দক্ষতাটি না থাকলে কাজ করতে কী সমস্যা হবে?
- কোন ধরনের পেশা/কর্মক্ষেত্রে এটি বেশি দরকার?
- এই দক্ষতাটি কীভাবে অর্জন করা যায়?

প্রত্যেক দল থেকে একজন দলীয় আলোচনা থেকে পাওয়া মূল বিষয়বস্তুগুলো শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।



কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের গুরু

রোদেলা ব্যাংকে চাকরি করেন। আজ একটি জরুরি মিটিং রয়েছে। তিনি ঠিক সময়ে মিটিং-এ এসে উপস্থিত হলেন। মিটিং-এ ব্যাংকের ব্যবস্থাপক একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব কে নিবে তা জানতে চাইলেন। রোদেলা সাথে সাথে হাত তুলে বললেন, “স্যার আমি এই দায়িত্বটি নিতে চাই।” ব্যবস্থাপক খুশি হয়ে তাকে দায়িত্ব দিলেন। তিনি ভালোভাবে দায়িত্ব বুঝে নিলেন। দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে কম্পিউটারে কিছু কাজ করতে হবে। এর মধ্যে একটি কাজ কীভাবে করতে হয় তা রোদেলা জানতেন না, তাই তিনি এক সহকর্মীর কাছ থেকে তা শিখে নিলেন। পরের সপ্তাহের সভায় রোদেলা তাকে দেওয়া কাজটি উপস্থাপন করলেন। উপস্থাপনা শেষে সবাই খুশি হয়ে হাততালি দিল। ব্যবস্থাপক বললেন, ‘চমৎকার’।



দলগত কাজ:

- উপরের ঘটনাটিতে রোদেলার কী কী গুণ ও দক্ষতার বিষয় ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করে নির্ধারণ কর।
- গুণগুলো না থাকলে কী ঘটতে পারত তা পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

পাঠ : ৫ ও ৬

কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের ঘটনা : এসো নিজেরাই তৈরি করি

- মীনা গ্রামের এক দোকানে সেলাইয়ের কাজ করে। এইবার ঈদে.....
- সাবিবির গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করে.....
- ডাঙার মীরন কুমারের চেম্বারে আজ অনেক রোগীর ভিড়.....
- তাহমিনা একটি জেলা শহরের ক্ষুলে অষ্টম শ্রেণিতে বিজ্ঞান পড়ায়। সামনের বার্ষিক পরীক্ষায়...
- বিজয় চাকমা কাঠের কাজ করে। আজ.....
- বাইরে অনেক বৃষ্টি। হাসান মাঝি.....

একক কাজ

উপরের অসমাঞ্ছ ঘটনাগুলো থেকে আগের পাঠের মতো করে একটি ঘটনা/ গল্প তৈরি কর যেখানে একজন মানুষের কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার বিভিন্ন গুণ প্রকাশ পাবে। গল্পটি অনুসারে একটি ছবি আঁক।

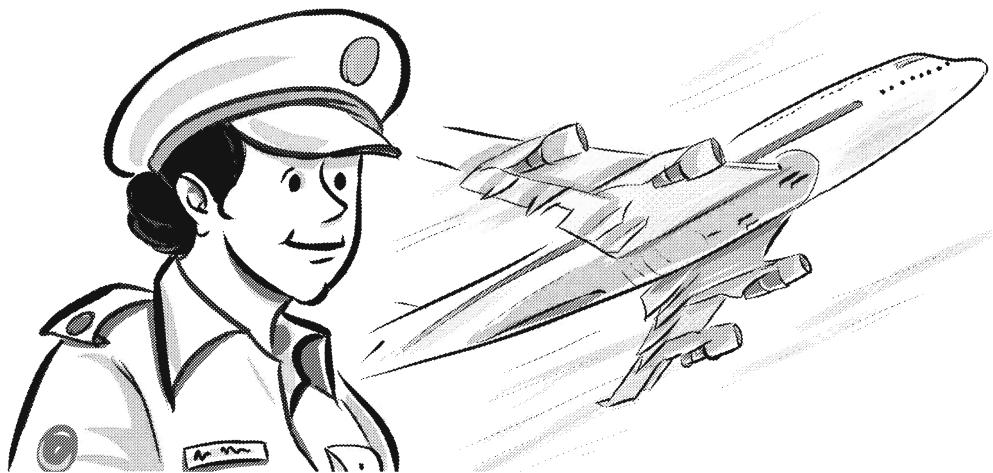
এবার আমার লেখা ঘটনাটি পাশের বন্ধুটিকে পড়তে দিই। আঁকা ছবিটিও দেখাই। আমি পড়ি তার লেখা ঘটনাটি, দেখি তার আঁকা ছবিটি। ঘটনার মধ্য দিয়ে যে গুণ/দক্ষতাগুলো ফুটে উঠেছে সেগুলো বন্ধুটির লেখা ঘটনার নিচে তালিকাবদ্ধ করি। এবার দুজনে মিলে দুজনের লেখা ঘটনা ও তাতে যে গুণগুলো উঠে এসেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

শিক্ষা ও কর্মের সম্পর্ক

ঘটনা ১ : মীনা তার বাবার কাছে ছোটবেলা থেকেই মাটির জিনিস তৈরি করা শিখেছে। এখন সে মাটির জিনিসে সুন্দর ফুল, লতা-পাতার নকশা করা শিখেছে। সে বাবার সাহায্য নিয়ে নিজে নিজে দুটি ফুলদানি তৈরি করল। তাতে কারুকাজ ও রঙ করল। গত শনিবার হাতে তার বাবা ফুলদানি দুটি ভালো দামে বিক্রি করেছে। সেই খুশিতে পরিবারের সবাই আজ পিঠা খাচ্ছে।



ঘটনা ২ : মারিয়া পাইলট। সে বিমান চালায়। এজন্য তাকে বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে, আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা ও আবহাওয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সে বিদ্যালয়ে থেকে অর্জন করেছিল। এছাড়া সে ট্রেনিংয়ের সময় বিমান চালানোর কৌশল শেখার সাথে সাথে এগুলো ভালো করে রপ্ত করেছে, তাই সে অনেক আত্মবিশ্বাসী।



ঘটনা ৩ : বিজয় চাকমা বিদেশে কাজ করে। তাকে ভারী জিনিস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। তার মতো আরো অনেক বাংলাদেশি এসব কাজ করে। সে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠায়। সে টাকায় তার বাবার চিকিৎসা হয়, ছোট বোনের পড়ার খরচ মেটে। তার সহকর্মী অনেকেরই ভারী জিনিস বহনের কারণে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু সে বেশ সুস্থ। সবাই তার কাছে এই সুস্থতার রহস্য জানতে চাইলে সে বলল, ভারী জিনিস কীভাবে তুলতে হয় ও নামিয়ে রাখতে হয় তার নিয়ম আমি দেশে একটি প্রশিক্ষণ থেকে শিখেছি। আরেক বাংলাদেশি সালাম বলল—“ইশ! আমি এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণই নেইনি”।



দলগত আলোচনা :

উপরের ঘটনা তিনটি আলোচনার মাধ্যমে ও ব্যক্তিগত অভিভ্রতা থেকে উদাহরণ দিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে:

- আমরা যে পেশায় বা কাজে নিযুক্ত হতে চাই সেই পেশা বা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো কী উপায়ে অর্জন করতে পারি?
- কাজে সাফল্যের সাথে প্রয়োজনীয় দক্ষতার সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
- প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে কর্মক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা বা অসুবিধা হতে পারে?

প্রত্যেক পেশা বা কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন। এগুলো আমরা বিভিন্নভাবে অর্জন করতে পারি। কিছু কিছু দক্ষতা আছে যা আমরা কোনো প্রতিষ্ঠান ছাড়াই পরিবার বা অন্য কারো কাছ থেকে শিখে নিতে পারি। যেমন- হাতের কাজ, সেলাই, রান্না ইত্যাদি।

আবার কিছু কিছু দক্ষতা অর্জনের জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরকার হয়। যেমন- শিক্ষক, চালক, উকিল, ডাক্তার, নার্স, প্রকৌশলী, স্থপতি ইত্যাদি পেশার জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন। তবে যেকোনো বিষয়েই প্রশিক্ষণ বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করে। যেমন- সেলাই বা রান্নার কাজ হাতে-কলমে পরিবারের কারো কাছ থেকে শিখলেও এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আমাদের এ দক্ষতাগুলো বৃদ্ধিতে আরও সাহায্য করে।

পাঠ : ৭ হতে ১০

পঞ্চিত বিষয় ও কর্মসূচী

ঘটনা ১ : সাবিহার খুব ইচ্ছা সে বড় হয়ে ফার্মেসি/ঔষধ প্রযুক্তি বিষয়ে পড়ালেখা করবে। কারণ বিভিন্ন ধরনের ওষুধপত্র, সেগুলোর গঠন, গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে তার অনেক আগ্রহ। এসএসসি পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর যখন সাবিহা বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে চাইল তখন কলেজের শিক্ষকেরা জানালেন বিজ্ঞান আর গণিত বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ায় সে ব্যবসায় শিক্ষা অথবা মানবিক শাখায় ভর্তি হতে পারবে, কিন্তু বিজ্ঞান শাখায় নয়। শিক্ষক বললেন, ‘ইংরেজিতে তুমি অনেক ভালো করেছ। তুমি বড় হয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়তে পার’। সাবিহা বলল, “কিন্তু ম্যাডাম আমি তো ফার্মেসি বিষয়ে পড়তে চেয়েছিলাম।” ম্যাডাম বললেন, “সাবিহা, বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট নম্বর না থাকলে তো বিজ্ঞান শাখায় পড়া যাবে না। আর বিজ্ঞান শাখায় না পড়লে ভবিষ্যতে তুমি ফার্মেসি বিষয়ে পড়তে পারবে না।” সাবিহা বাসায় যেতে যেতে ভাবতে লাগল—“ইশ! যদি আগে জানতাম তাহলে গণিত আর বিজ্ঞানের বিষয়গুলো ভালো করে পড়তাম। এখন আর আমার ইচ্ছা পূরণের কোনো পথ থাকল না।”



ঘটনা ২ : আশরাফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে দুকেছে। এখানে প্রায়ই তাকে বিদেশি কোম্পানির ম্যানেজারদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। কখনো কম্পিউটারে ই-মেইলের মাধ্যমে, কখনো ফোনে, কখনো বা সামনাসামনি মিটিং-এ। এসব ক্ষেত্রে তাকে ইংরেজিতে যোগাযোগ করতে হয়। আশরাফ বরাবরই ইংরেজিতে ভালো। সে ইংরেজি বিষয়টি সব সময়ই ভালো করে পড়েছে। অবসর সময় সে টেলিভিশনে ভালো ইংরেজি চলচ্চিত্র আর অনুষ্ঠান দেখত। বন্ধু-বাঙ্কিবের সাথে প্রায়ই সে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। তার অফিসের লোকজন বলেন, “আশরাফ সাহেব, আপনি তো চমৎকার ইংরেজি বলেন।”



সাবিহা আর আশরাফের ঘটনাগুলো আমরা পড়লাম। আমরা দেখলাম শিক্ষাজীবনের সাথে কর্মজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আসলে মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপ একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল। একটি ধাপে যাওয়ার জন্য আগের ধাপে সাফল্য লাভ করা জরুরি। শুধু তাই নয়, জীবনের বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিভিন্ন পথ বাছাই করতে হয়। একেক পথ একেক ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেয়। আবার কিছু কর্মসংস্থানের পথ বন্ধও হয়ে যায়। তাই আমাদের প্রতিটি ধাপ যেমন সফলভাবে পার হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, তেমনিভাবে নিজের ইচ্ছা, আগ্রহ, ক্ষমতা বিচার করে সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে। পরবর্তী পাঠসমূহে আমরা উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি বিষয়ের সাথে কর্মসংস্থানের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানব।

দলগত কাজ :

দলে বসে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আলোচনা কর-

১. সাবিহা কেন বিজ্ঞান শাখায় পড়তে চেয়েছিল? তার স্বপ্নপূরণ হওয়ার পথে বাধা কী?
২. আশরাফের শিক্ষাজীবন কীভাবে তার কর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছে তা ব্যাখ্যা কর।
৩. তুমি ভবিষ্যতে কী হতে চাও? এজন্য তোমায় কোন বিষয় পড়তে হবে? সেজন্য তোমাকে কোন শাখা বেছে নিতে হবে?

পোর্টফোলিও

পোর্টফোলিও হলো শ্রেণিকক্ষ ও বাড়িতে তোমার করা কাজ ও তোমার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের কাজটি করার দায়িত্ব তোমার। এজন্য তোমার পড়ালেখা, আগ্রহ, সামর্থ্য, সম্ভাব্য পছন্দের পেশা ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় করলে ভালো হয়। এতে এটি পৃথকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যাবে। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবলিত সব পৃষ্ঠা একত্র করে তোমার পোর্টফোলিও তৈরি হবে। প্রস্তুতকৃত পোর্টফোলিওতে তোমার ইচ্ছা, আগ্রহ, দক্ষতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জমা থাকবে। প্রয়োজনে তুমি এগুলো প্রায়ই পড়ে দেখতে পারবে। এতে তোমার ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা ও পেশা বা কর্ম নির্বাচন করা সহজ হবে। এগুলো সংগ্রহের জন্য তুমি একটি সুন্দর ফাইল তৈরি করতে পারো।



যে কাজগুলো পোর্টফোলিওর জন্য সংগ্রহ করতে হবে সেগুলোতে একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করা প্রয়োজন।

দলগত কাজ

এসো দলে বসে আলোচনা করে আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি। প্রয়োজনে কিছু অংশ শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে লিখি।

পঠিত বিষয় (যেমন— ইংরেজি/বাংলা এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা)

১. ইংরেজি/বাংলা বিষয়ে আমরা কী কী শিখি? কী কী দক্ষতা অর্জন করি?

.....

.....

২. যোগাযোগ দক্ষতা কী?

.....

.....

৩. এমন তৃতীয় দিন কাজ উল্লেখ কর যা করার জন্য আমাদের ভালো যোগাযোগ দক্ষতার প্রয়োজন হয়—

ক)

খ)

গ)

৪. ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ে তোমাদের কোন ৪টি দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে?

.....
.....
.....
.....

৫. নবম ও দশম শ্রেণিতে যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়নের জন্য কী কী বিষয় তোমাকে সহায়তা করে?

.....
.....
.....

৬. এমন ৫টি পেশার নাম লেখ যেখানে খুব ভালো যোগাযোগ দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

.....
.....
.....

৭. এর মধ্যে এমন কোনো পেশা রয়েছে কিনা যা তুমি ভবিষ্যতে বেছে নিতে চাও? তাহলে সেটি কী?

.....
.....
.....

পঠিত বিষয় (যেমন—গণিত এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা)

১. দৈনন্দিন জীবনের কী কী কাজ করতে গণিতের প্রয়োজন হয়? (কয়েকটি উদাহরণ দাও)

.....
.....
.....

২. অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত গণিত বিষয়ে তোমরা কী কী ধরনের বিষয়বস্তু চর্চা করেছ?

.....
.....
.....

৩. তোমরা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত গণিতের যে বিষয়বস্তু পড়েছ তা দিয়ে কী কী ধরনের কাজ করতে পার?

.....
.....
.....

৫. নবম ও দশম শ্রেণিতে গণিত সংক্রান্ত কী কী বিষয়বস্তু রয়েছে?

.....
.....
.....

৬. এমন কিছু পেশার নাম লেখ যেখানে গণিতের প্রয়োগ বেশি ।

.....
.....
.....
.....

পঠিত বিষয় (যেমন – বিজ্ঞান এবং কর্ম ও জীবনযুক্তি শিক্ষা)

১. বিজ্ঞান বিষয় পড়ে তুমি কী কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করেছ?

.....
.....
.....
.....

২. এই দক্ষতাগুলো দৈনন্দিন কী কী কাজে তুমি ব্যবহার করে থাক?

.....
.....
.....
.....

৩. অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে বিষয়বস্তু পড়েছ তা দিয়ে কী কী ধরনের কাজ করতে পারবে ।

.....
.....
.....
.....

৪. নবম ও দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞানের কী কী বিষয় রয়েছে?

.....
.....
.....
.....

৫. এমন কিছু পেশার নাম লেখ যেগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়টি সরাসরি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় ।

.....
.....
.....
.....

৬. এর মধ্যে এমন কোনো পেশা কি রয়েছে যা তুমি বেছে নিতে চাও? থাকলে সেটি/সেগুলো কী?

.....
.....
.....
.....

পঠিত বিষয় (যেমন— বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা)

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় পড়ে তুমি কী কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করেছ?

.....
.....

২. এই দক্ষতাগুলো দৈনন্দিন কী কী কাজে তুমি ব্যবহার করে থাক?

.....
.....

৩. অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে যে বিষয়বস্তু পড়েছে তা দিয়ে কী কী ধরনের কাজ করতে পার?

.....
.....

৪. নবম ও দশম শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কী কী বিষয় রয়েছে?

.....
.....

৫. এমন কিছু পেশার নাম লেখ যেগুলোতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরাসরি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়।

.....
.....

৬. এর মধ্যে এমন কোন পেশা কি রয়েছে যা তুমি ভবিষ্যতে বেছে নিতে চাও? থাকলে সেটি/সেগুলো কী?

.....
.....

পাঠ : ১১

আমার জনার আগ্রহ

নিজের শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন পছন্দের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ‘আগ্রহ’। আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের আগ্রহ কোন দিকে। অনেক সময় আগ্রহ ছাড়াই পড়ার কারণে শিক্ষার্থীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

ঘটনা ১ : সালামের বাসায় গণিত চর্চার খাতা দেখে তার বড় বোন অবাক। প্রতিটি পৃষ্ঠার কোণায় কোণায় কী যে সুন্দর কারুকাজ! আর কয়েক পৃষ্ঠা পর পরই নানা ছবি আঁকা। চিত্রগুলো এঁকেছে সালাম। বড় বোন সাদিয়া বলল, ‘বাহ তোর আঁকার হাত তো বেশ ভালো।’ সালাম বলল, আমার আঁকতে খুব ভালো লাগে। সুন্দর সুন্দর আঁকা ছবির প্রতিও আমার অনেক আগ্রহ। আমি বড় হয়ে চিত্রশিল্পী হতে চাই। তাই উচ্চমাধ্যমিক পাস করে চারু ও কারুকলা নিয়ে পড়তে চাই।



সালামের আগ্রহ আঁকার দিকে। তোমার আগ্রহ কীসে? চলো একটু চিন্তা করে তা বের করার চেষ্টা করি।

একক কাজ

চারটি বিষয়ে (লোকজন, তথ্য, জিনিসপত্র, স্জনশীলতা) তোমার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ উল্লেখ কর।
এক্ষেত্রে প্রতি অংশে যে বিবৃতিগুলো দেওয়া আছে সেগুলো পড়ে তোমার জন্য সত্য হলে হ্যামিথ্যা
হলে না এর ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

মানুষ লোকজন

বিবৃতি	হ্যা	না
আমি শিশুদের সঙ্গ দিতে এবং তাদের সাথে খেলা করতে ভালোবাসি।		
আমি বন্ধুদের সমস্যা মন দিয়ে শুনি।		
কোনোকিছু কীভাবে করতে হয় তা মানুষকে শেখাতে আমার ভালো লাগে।		
অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করতে আমার ভালো লাগে।		
কোনো দল বা সংগঠনের কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিতে ভালো লাগে।		
সাধারণ মানুষজনের সাথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।		
আমি প্রতিবেশিদের সাথে মেলামেশা করি।		
মোট		

তথ্য

বিবৃতি	হ্যা	না
আমার পছন্দের কোনো বিষয় সম্পর্কে আমি জানার চেষ্টা করি।		
আমি নিয়মিত দৈনিক সংবাদপত্র পড়তে ভালোবাসি।		
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আমার ভালো লাগে।		
আমি সংখ্যা ও পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসি।		
বাজারের হিসাব বা অন্যান্য হিসাব রাখতে আমার ভালো লাগে।		
আমি বিভিন্ন দেশের ডাকটিকেট সংগ্রহ করি।		
আমি বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে শ্রেণিবিন্যাস করতে পছন্দ করি।		
মোট		

বস্তু/সামগ্রী

বিবৃতি	হ্যা	না
আমি নিজেই আমার খেলাধূলার সামগ্রী তৈরি করি।		
বিভিন্ন যত্নপাতি মেরামত করতে আমার ভালো লাগে।		
সেলাই বা অন্যান্য হাতের কাজ করতে ভালোবাসি।		
কাঠ দিয়ে কিছু তৈরি করতে আমার ইচ্ছে করে।		
ক্যালকুলেটরের ব্যবহার আমার বেশ প্রিয়।		
ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করতে আমার ইচ্ছা করে/ভালো লাগে।		
আসবাবপত্র, বাড়ি-ঘর, মাঠ ইত্যাদির নকশা তৈরি করতে আমার ভালো লাগে।		
মোট		

সূজনশীলতা

বিবৃতি	হ্যা	না
আমি একটি কক্ষকে সাজাতে পছন্দ করি।		
আমি কবিতা বা গল্প লিখতে ভালোবাসি।		
স্কুলের বা অন্য কোনো ধরনের পত্রিকা প্রকাশে আমি আগ্রহী।		
ছবি আঁকতে ও রঙ করতে আমার ভালো লাগে।		
নাটক/মঞ্চে অভিনয় করতে ভালো লাগে/ ইচ্ছা করে।		
কোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে ভালো লাগে।		
নতুন কোনো জিনিস তৈরি/আবিষ্কার করতে পছন্দ করি।		
মোট		

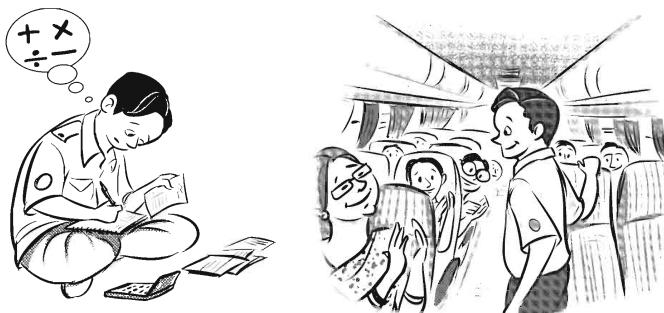
এবারে প্রত্যেক অংশে কয়টি হ্যা আর কয়টি না উভয় এসেছে তা হিসাব করে সবচেয়ে নিচে মোটের ঘরে বসাই। দেখ তো কোন অংশের জন্য তোমার ‘হ্যা’ উভয়টি সবচেয়ে বেশি এসেছে? যে অংশে হ্যা বেশি এসেছে সেটিই তোমার আগ্রহের দিক। নিচে তোমার আগ্রহের বিষয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

- মানুষ/লোকজন
- তথ্য
- বস্তু/সামগ্রী
- সূজনশীলতা

পাঠ : ১২

আমার দক্ষতা ও সামর্থ্য

ঘটনা : আজ চিত্তাপুর হাইস্কুলের পিকনিক। পিকনিকের যাবতীয় খরচের হিসাব-নিকাশের দায়িত্বে ছিল মাইকেল। সে সকল শিক্ষার্থীর চাঁদার হিসাব রেখেছে, তাদের চাঁদার রাসিদ লিখে দিয়েছে। একেক জন একেক খাতে খরচ করেছে আর সব খরচের রাসিদ জমা দিয়েছে মাইকেলকে। সে সকল রাসিদ সংগ্রহ করে খরচের হিসাব মিলিয়েছে। এমনকি যখন পিকনিক স্পটে পুরস্কার বিতরণী হচ্ছিল তখনো সে হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত। বাসে করে সবাই গান গাইতে গাইতে ফিরছিল। মাইকেল তাদের শ্রেণি শিক্ষককে হিসাবের খাতাটি বুঝিয়ে দিল। ম্যাডাম খুব খুশি হলেন। বাস থেকে নামার আগে ম্যাডাম সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন। আর বললেন, ‘মাইকেল চমৎকারভাবে হিসাব-নিকাশের কাজটি করেছে। এ বিষয়ে সে আসলেই দক্ষ। সে নিশ্চয়ই বড় হয়ে হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে’। সবাই মাইকেলের জন্য হাততালি দিয়ে উঠল।



একক কাজ :

এখানে চারটি বিষয়ে বিভিন্ন দক্ষতার কথা উল্লেখ করা আছে। এর মধ্যে যেগুলো তোমার আছে সেগুলোর ডান পাশে টিক চিহ্ন দাও। এই পৃষ্ঠাগুলোও সংরক্ষণ করার চেষ্টা করবে।

মাইকেল হিসাব-নিকাশে দক্ষ। কেউ হয়তো গান-বাজনায় দক্ষ, কেউ রান্নায় দক্ষ, কেউ কাজে নেতৃত্ব দিতে দক্ষ। তুমি কোন ধরনের কাজে পটু তা কি ভেবে দেখেছ? চলো আমরা তা একটু বের করার চেষ্টা করি।

মানুষজন

বস্তুসামগ্ৰী

তোমার কোন সামর্থ্যটি রয়েছে?	✓	তোমার কোন সামর্থ্যটি রয়েছে?	✓
পড়ানো		জিনিসপত্র মেরামত করা	
সেবা করা		সাইকেল চালানো	
অন্যদেরকে গুরুত্ব দেওয়া		বিভিন্ন অংশকে জোড়া লাগানো	
আপ্যায়ন		কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা	
অংশগ্রহণ করা		খাবার তৈরি করা	
নেতৃত্ব দেওয়া		সেলাই মেশিন চালানো	
অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা ও সমব্যথী হওয়া		কাঠের কাজ	
বস্তু বা পণ্যসামগ্ৰী বিক্ৰি কৰা		কোনো কিছু তৈরি কৰার কাজ	
মোট (✓)		মোট (✓)	

তথ্য

তোমার কোন সামর্থ্যটি রয়েছে?	✓
হিসাব-নিকাশ বা তথ্য সংরক্ষণ	
পরিসংখ্যান	
গবেষণা	
কোনো দ্রব্য বা চিন্তাভাবনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা	
সমস্যার অনুসন্ধান করা	
বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে সাজানো	
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো	
তথ্য সংগ্রহ	
মোট (✓)	



সৃজনশীলতা

তোমার কোন সামর্থ্যটি রয়েছে?	✓
গল্প ও কবিতা লেখা	
কাগজ দিয়ে খেলনা তৈরি	
নতুন জিনিসের নকশা তৈরি করা	
ছবি আঁকা	
নতুন বস্তুসামগ্ৰী আবিষ্কার করা	
অভিনয় করা বা গান গাওয়া	
কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজানো	
নতুন কোনো সংগঠন বা কার্যক্রমকে সংগঠিত করা	
মোট (✓)	



পাঠ : ১৩

আমাদের আগ্রহ ও সামর্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক

সব সময়ই মানুষের যে বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে, সে বিষয়েই সে দক্ষ হবে এমনটি নাও ঘটতে পারে। আবার যে বিষয়ে একজন দক্ষ সে বিষয়ে তার তেমন আগ্রহ নাও থাকতে পারে। আগ্রহ হলো কোনো কাজ করার ইচ্ছা আর দক্ষতা বা সামর্থ্য হলো কাজ করার ক্ষমতা। আমাদের যদি কোনো বিষয়ে আগ্রহ থাকে তবে তা অর্জন করা সহজ। এখন আমরা একটি গল্পের মাধ্যমে জানব আগ্রহ কিভাবে সামর্থ্যে পরিণত হয়েছে।

আগ্রহ ও সামর্থ্য

সাইফের রান্নার ব্যাপারে খুব আগ্রহ। খবরের কাগজে বিভিন্ন রান্নার পদ্ধতি সে পড়ে, সংগ্রহ করেও রাখে। টিভির বিভিন্ন রান্নার অনুষ্ঠান সে মন দিয়ে দেখে। কিন্তু সে কখনো রান্না করেনি, কীভাবে করতে হয় তাও জানে না। তার আগ্রহ দেখে তার মা বললেন, ‘সাইফ, আজ থেকে তুমি প্রতিদিন আমার সাথে একটু একটু করে রান্না শিখবে। এতে একদিন তুমিও ভালো রান্না করতে পারবে।’ এক বছর পর সাইফ রাতে খাবার পরিবেশন করছে। মেঝেতে পাটি বিছিয়ে তার নিজের রান্না করা ভাত, সরষে দিয়ে ইলিশ, পালংশাক ভাজি ও ডাল ভর্তা এনে সাজিয়ে দিল। সবাই খুব তৃষ্ণি নিয়ে খেল। তার ছোট বোন তো বলেই বসল, ‘এর পর থেকে ভাইয়াই রান্না করুক না মা।’ সাইফ হেসে বলল ‘আগে আমার রান্নার আগ্রহ ছিল, কিন্তু আমি রান্না করতে পারতাম না। এখন আমি আমার আগ্রহের বিষয়টি শিখে নিয়েছি।’ এভাবেই সাইফের আগ্রহ সামর্থ্যে পরিণত হলো।



জোড়ায় কাজ :

সাইফের মতো তোমারও কি কোনো বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে? তোমার পাশের বন্ধুটির সাথে তা আলোচনা করে কিভাবে সামর্থ্যে পরিণত করা যায় উপস্থাপন কর।

একক কাজ :

তোমার আগ্রহ আছে কিন্তু সে বিষয়ে দক্ষতা নেই অথবা দক্ষতার ঘাটতি আছে। তাহলে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে পরিবারের সদস্য ও অন্যদের সাথে আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন লেখ।

১. যে বিষয়ে তোমার আগ্রহ আছে সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন কি সম্ভব?
২. যদি সম্ভব হয় তবে কীভাবে? এক্ষেত্রে কারা, কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারে?

তোমার করণীয় কী?

৩. যদি সম্ভব না হয় তবে কেন? এক্ষেত্রে আরেকটি বিকল্প আগ্রহ বেছে নাও।

পাঠ : ১৪ হতে ১৮

ব্যক্তিত্ব ও পেশা নির্বাচন

আমাদের ব্যক্তিত্ব হলো আমাদের আবেগ-অনুভূতি ও আচার-আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের একটি সামগ্রিক রূপ। কেউ বেশিরভাগ সময় ঘরে থাকতে পছন্দ করে, এটি তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। কেউ আবার পছন্দ করে বাইরে গিয়ে বক্স বাস্বের সাথে হৈ-হল্লোড় করতে, এটি তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিত্ব ও কর্মসংস্থান

আদিবা একটি বিদ্যালয়ে চাকরির জন্য সাক্ষাত্কার দিয়ে বের হয়েছে। যারা সাক্ষাত্কার নিয়েছেন তারা মনে করছেন, যে কাজটির জন্য তারা নিয়োগ দিতে চাচ্ছেন তার জন্য আদিবাই উপযুক্ত। আদিবা বেশ হাসি-খুশি, উচ্ছল এবং সবার সাথে কথা বলতে ভালোবাসে। স্কুলের ছেট ছেলেমেয়েদের শিক্ষক হিসেবে এ রকম ব্যক্তিত্বের একজনকেই তারা খুঁজছেন। তাহাড়া ছেট শিশুদের পড়ানোর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও আদিবার রয়েছে।



দলগত কাজ

দলে বসে নিচের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন কর-

যারা আদিবার সাক্ষাত্কার নিয়েছেন তারা কেন স্কুলের শিক্ষক হিসেবে তাকে উপযুক্ত মনে করছেন?

একক কাজ

মানুষের ব্যক্তিত্ব কীভাবে তার কর্মজীবনকে প্রভাবিত করে তার বর্ণনাসহ একটি গল্প তৈরি কর।

ব্যক্তিত্ব

এসো আজকে একটি খেলার মাধ্যমে একজন আরেকজন সম্পর্কে জানি। নিচের ছকটি পূরণ কর। এজন্য ক্লাসে নিচের তালিকার সাথে মিলিয়ে আরেকজনকে ঝুঁজে বের কর এবং তার নাম ও স্বাক্ষর সংগ্রহ কর।

	তোমার আর তার পছন্দের বিষয় (subject) একই
তোমার আর তার পছন্দের টেলিভিশনের অনুষ্ঠান একই	তোমাদের শখ একই রকম
তোমরা দুজনে একইভাবে (হেঁটে/সাইকেলে....) স্কুলে আস।	যে বাসায় কোনো পশুপাখি পোষে
এমন একজন যার পরিবারের কেউ একজন শিক্ষক	এমন সহপাঠী যে সাঁতার জানে
	যে সহপাঠী বাগান করে।

ব্যক্তিত্ব মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একেক ব্যক্তিত্বের মানুষ একেক ধরনের কাজ পছন্দ করে। আবার একেক ব্যক্তিত্বের মানুষ একেক ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত। আদিবার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য উচ্চলতা। যা তার কর্মজীবন নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে। তোমার ব্যক্তিত্ব কেমন তা কি তুমি জানার চেষ্টা করেছ? এসো চেষ্টা করে দেখি।

একক কাজ

তোমার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার জন্য নিচের চারটি অংশে দেওয়া তথ্যগুলো তোমার জন্য সত্য হয়ে থাকলে পাশের ঘরে টিক চিহ্ন দাও।

লোকজন

তুমি কি.....	✓
আশপাশের মানুষের সাথে হাসিখুশি আচরণ কর?	
বন্ধু ও পরিবারের সবাইকে সাহায্য কর?	
দলে কাজ করার সময় সহযোগিতাপূর্ণ?	
অন্যের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন?	
কোনো দল বা সংগঠনের নেতা/নেত্রী?	
নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে আগ্রহী?	
মানুষের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভাব বিস্তারকারী?	
অন্যের প্রতি সহমর্মিতাসুলভ (understanding) আচরণ কর?	
মোট (✓)	

তথ্য

তুমি কি.....	✓
তথ্য সংগ্রহ কর?	
তিসাব-নিকাশ কর?	
সংখ্যা ও পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করতে চাও?	
গবেষণায় আগ্রহী?	
তথ্য সংরক্ষণ কর?	
তথ্য সাজাতে পছন্দ কর?	
তথ্য আদান-প্রদানে আগ্রহী?	
মোট (✓)	

বস্ত্র/সামগ্রী

তুমি কি.....	✓
জিনিসপত্র মেরামত করতে পছন্দ কর?	
মানুষের চাইতে যত্নপাতি এবং বস্ত্র/সামগ্রী নিয়ে কাজ করতে বেশি ভালোবাস?	
সাইকেল চালনায় পারদর্শী	
খাবার তৈরি করতে পছন্দ কর?	
কাঠের কাজ করতে জান?	
সেলাই বা হাতের কাজ করতে পার?	
কোনো কিছু করা বা চালানোর ব্যাপারে উৎসাহী/অনুসন্ধিৎসু?	
কাজের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার কর?	
মোট (✓)	

সৃজনশীলতা

তুমি কি.....	✓
কোনো ঘটনা কেন এবং কীভাবে ঘটছে তা জানতে ইচ্ছুক?	
যেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয় সেখানে কাজ করতে আগ্রহী?	
কোনো কিছু করার জন্য নতুন পদ্ধা খুঁজতে পছন্দ কর?	
শৈল্পিক/শিল্পমনা?	
নিজের ঝটিন নিজেই তৈরি করতে ভালোবাস?	
কাজকর্ম ও আচরণের ক্ষেত্রে বহুমুখী ও নমনীয়?	
লেখায় বা আঁকার মাধ্যমে সুন্দরভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পার?	
মোট (✓)	

এবারও আগেরমতো (✓) চিহ্নলো যোগ করে দেখ তোমার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে কোন ক্ষেত্রের প্রভাব বেশি।

আমাদের কাজের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো

শাকিল, জামিল আর মিলা তিনি বন্ধু একসাথে এইচএসসি পর্যায়ে পড়ালেখা করেছিল। প্রায় ছয় বছর পর এক বন্ধুর বাসায় তাদের দেখা হলো। পাস করে শাকিল ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পড়ে এখন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। জামিল মাস্টার্স পাস করে একটি কলেজের শিক্ষক। মিলা অনার্স ও মাস্টার্স করে এখন ব্যবসা করছে। আজ তারা নিজের জীবনের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলছে। তারা সবাই একমত যে তারা, যে ধরনের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাই তারা করছে।

শাকিল বলল: আমার ইচ্ছা ছিল আমি তালো চাকরি করব, আমার গ্রামের উন্নয়ন করব। আমি তা করতে পেরেছি।

জামিল বলল: মিলা, তোমার তয় করে না, ব্যবসায় তো অনেক ঝুঁকি।

মিলা বলল: নারে, আমার ঝুঁকি মোকাবেলা করতেই ভালোলাগে। তাইতো ব্যবসাটাই বেছে নিয়েছি। তোর তো মনে হয় এখনো অনেক লেখাপড়া করতে হয়, যেহেতু শিক্ষার্থীদের পড়াস !

জামিল বলল: তা তো বটেই। আমার এটা ভালো লাগে। শিক্ষক হিসেবে সবাই আমাকে সম্মান করে।

দলগত কাজ :

উপরের গল্পটি পড়েছ তো। গল্পটির আলোকে ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার গুরুত্ব আলোচনা করে উপস্থাপ কর।



কর্মক্ষেত্রে আমরা যেসব বিষয়কে মূল্য দেই

মিলা, জামিল, শাকিল— এরা প্রত্যেকেই জানত পেশা থেকে তারা সবচেয়ে বেশি কী আশা করে। সে অনুযায়ী তারা তাদের পেশা পছন্দ করেছে।

এসো তোমাদেরকে একজন সফল ব্যক্তির গন্ন শুনাই যিনি তোমাদের পরিচিত। তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ভালো লাগতো নদী, অবারিত প্রকৃতি আর মানুষ। আর এসব কিছুই সে ফুটিয়ে তুলতো রং তুলিতে আঁকা চিত্রে। তাঁর আঁকা চিত্রে মানুষ আর প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠতো। ছেলেবেলা থেকে তিনি তাঁর আগ্রহ ও সামর্থ্যের সংযোগে নিজেকে প্রস্তুত করেন। তাঁর তীব্র মানসিক চাওয়া তাকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে চিত্রকলাকেই প্রাধান্য দেন। যদিও সে সময়ে এদেশে চিত্রকলার জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ ছিল না। জয়নুল তার বন্ধু ও সহকর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন আর্ট ইনসিটিউট। যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চারু ও কার্মকলা ইনসিটিউট নামে পরিচিত।

শিশুকাল থেকে তাঁর আগ্রহ, সামর্থ্য ও লালিত স্বপ্নই তাঁকে চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর খ্যাতি ও যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি সর্বভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরবর্তীতে এদেশের মানুষ তাকে শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ভালোবেসে চিত্রকলাকে পেশা হিসাবে নির্বাচন করে এদেশে চিত্রকলা পেশার সূচনা করেন।

নিচে কয়েকটি বিষয় আছে। এর মধ্যে কোনগুলো তোমার পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা বের করতে হবে। তালিকার শেষে ২টি পয়েন্ট শূন্য রাখা আছে। ইচ্ছে করলে সেখানে তুমি আরও কিছু বিষয় লিখে নিতে পারো যা তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলোর মধ্যে তোমার কাছে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে প্রথম স্থান দাও। তারপর যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে দ্বিতীয় স্থানে দাও। এভাবে যেটি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে সর্বশেষ দশম স্থানে দাও।

পেশা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. এডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চ- এমন একটি পেশা যেখানে ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।
 ২. ক্ষমতা-ক্ষমতা অনুশীলন ও প্রয়োগের সুযোগ থাকা।
 ৩. সৃজনশীলতা- কোনো কিছু করার নতুন পদ্ধা খুঁজে বের করা।
 ৪. অন্যকে সাহায্য করা- অন্যদের সহযোগিতা ও সেবার জন্য কাজ করা।
 ৫. অধিক আয়- অধিক উপার্জন করা।
 ৬. বিভিন্ন দায়িত্বের সমস্য- বিভিন্ন ধরনের কাজ করা।
 ৭. স্বাধীনতা- নিজের কাজ কীভাবে করবে তা নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা।
 ৮. নেতৃত্বের চর্চা- কোনো কাজে নেতৃত্ব দেওয়া।
 - ৯.
 - ১০.
- এবাবে তুমি তোমার বিবেচনায় গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী বিষয়গুলোকে তালিকাবদ্ধ কর।

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.
- ৫.
- ৬.
- ৭.
- ৮.
- ৯.
- ১০.

কোন পেশা বেছে নেব?

আমরা আমাদের আগ্রহ, সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব, কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বের করার চেষ্টা করেছি। এবারে সেগুলো একনজর দেখি। সাথে আরও কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করি-

একক কাজ :

তোমার জানা সব ধরনের পেশা/কাজের নাম লিখ। একটি চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করে দেয়ালে লাগাও।
এগুলোকে আগের মতো ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করতে পার।

সারসংক্ষেপ

১. আমার আগ্রহ মূলত যে বিষয়টিতে কেন্দ্রীভূত-

..... লোকজন তথ্য বস্তুসামগ্রী সূজনশীলতা

২. আমার দক্ষতা বা সামর্থ্য মূলত যে বিষয়টিতে কেন্দ্রীভূত-

লোকজন তথ্য বস্তুসামগ্রী সূজনশীলতা

৩. আমার ব্যক্তিত্বে যে বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য রয়েছে-

লোকজন তথ্য বস্তুসামগ্রী সূজনশীলতা

৪. উপরের প্রতিটি থেকে মোট-

..... লোকজন তথ্য বস্তুসামগ্রী সূজনশীলতা

৫. আমার পেশা নির্বাচনে যে ৩টি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-

ক)

খ)

গ)

৬. এসব কিছু বিবেচনায় আমার কাছে যে পেশা বা কাজগুলো সম্পর্কযুক্ত মনে হয় সেগুলো হলো (তালিকা থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে) -

.....

৭. বিদ্যালয়ের যে বিষয়গুলো (subject) আমার এ পেশা/কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ-

.....

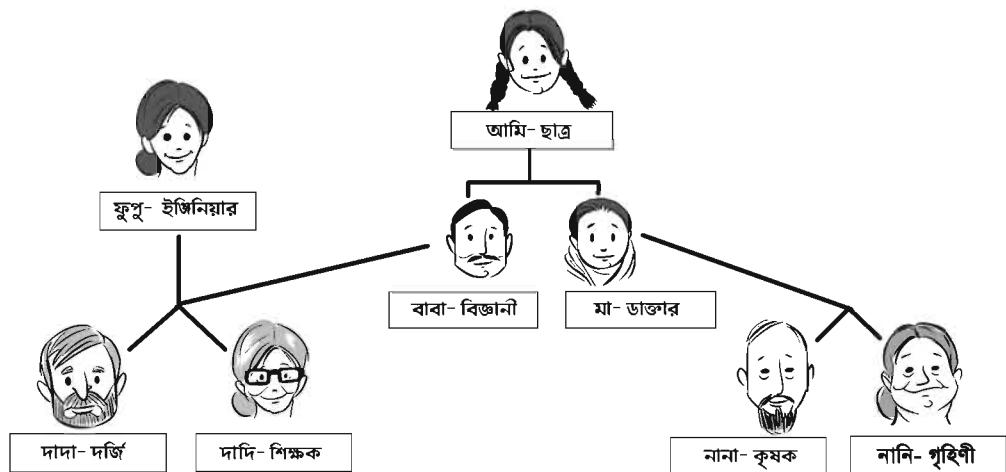
৮. এজন্য আমার যে সকল দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়ন করা প্রয়োজন-

.....

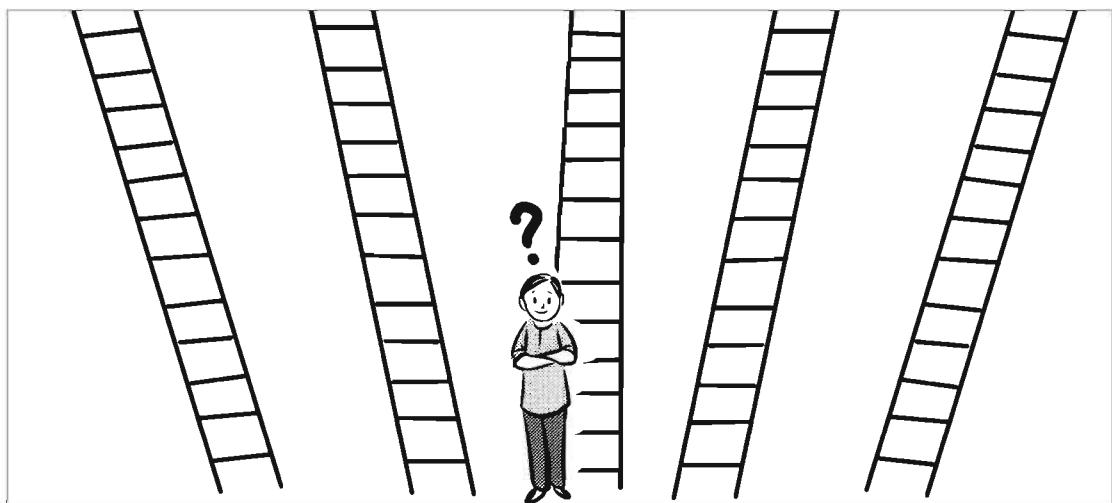
একক কাজ :

পেশা/কাজের পারিবারিক বৃক্ষ

তোমার পরিবারের অভিজ্ঞ সদস্যদের কাছ থেকে পরিবারের অন্যদের (দাদা, দাদি, নানা, নানি, চাচা, ফুপু, মামা, খালা) পেশা/কাজ কী ছিল তা জেনে নিয়ে তা দিয়ে একটি বৃক্ষ তৈরি কর।
নিচের ছবির মতো করে এই তথ্যগুলো উপস্থাপন কর।



ভালো করে চিন্তা করে বের কর তোমার কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষার পথটি কেমন হবে। এজন্য নিচের ছবিটি ব্যবহার করতে পার।



প্রয়োজন হলে একাধিক স্বপ্নের পেশা নির্বাচন করে একাধিক পথের নকশা তৈরি করতে পার। এটিও তোমার পোর্টফোলিওতে যুক্ত কর।

পাঠ : ১৯ ও ২০

নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গঢ়ি

সাবিবর মন খারাপ করে নদীর ধারে বসে পানিতে ঢিল ছুড়ছিল। পলক এসে তার পাশে বসে কাঁধে হাত রাখল। বলল ‘কী খবর বস্তু?’ সাবিবর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ‘বেকার মানুষের আবার কী খবর?’।

পলক : তুই বেকার থাকতে চাইলে কার কী করার আছে?

সাবিবর : কত চাকরি খুঁজলাম। কোথাও হলো না। মা মন খারাপ করে থাকেন, বাবা বকাবকি করেন। বস্তুরা যে যার কাজে ব্যস্ত। হতাশা পেয়ে বসেছে।

পলক : চাকরি না পেলে নাই। তুই নিজেই কিছু কর।

সাবিবর : নিজে? কীভাবে?

পলক : কত কিছুই তো করা যায়। তোদের পুকুরে মাছ চাষ করতে পারিস। পুকুর পাড়ে ফলজ, ওষধি বা বনজ গাছ লাগাতে পারিস...

সাবিবর : আমি এমএ পাস ছেলে, লোকে কী বলবে?

পলক : শোন, নিজেই নিজের কাজের ক্ষেত্রে তৈরি করে নেওয়ার মাঝে কোনো অসম্মান নেই, বরং রয়েছে গৌরব। তাছাড়া এখন তুই কি খুব সম্মান পাচ্ছিস ?

সাবিবর চিন্তা করতে থাকল.....



৫ বছর আগের ঘটনা

৫ বছর পরের ঘটনা

পলক ঢাকায় থাকে। ঢাকা থেকে সে গ্রামের বাড়িতে ফিরেছে। গ্রামে দুকতেই দেখে পুরাতন স্কুলের পাশে নতুন স্কুল হচ্ছে। গ্রামের লোক তাকে জানাল সাবিবর ভাই এই উদ্যোগ নিয়েছে। সে যেমন উপর্যুক্ত করে তেমনি ভালো কাজে ব্যয় করে। মাছ চাষ করে সে টাটকা মাছ বাজারে বিক্রি করে। গাছের ফল ঢাকায় বিক্রি হয় প্রতি মৌসুমে। এ থেকে যে আয় হয়েছে তা দিয়ে সে তার চাষ ও ব্যবসার কাজ বাড়িয়েছে। পলক সাবিবরের বাড়ির দিকে রওনা হলো। পলককে দেখে সাবিবর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। পলক বলল ‘তোর সুখবর শুনে তোকে দেখতে এলাম।’ সাবিবর বলল শুধু দেখলে হবে না। তুই বস। আমার পুকুরের মাছ, আর ক্ষেত্রের সবজি দিয়ে আজ তোকে খাওয়াব। যাওয়ার সময় এক বোতল মধু দিয়ে বলল ‘আমি মৌমাছি থেকে মধুও চাষ করি। সেদিন তোর কথাটা না শুনলে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত।’

আমাদের দেশে অনেক সময় শিক্ষাজীবন শেষে অনেকেই কোনো পেশা বা চাকরি পায় না। কারণ শিক্ষিত মানুষ বাড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় চাকরি বাড়ছে না। পছন্দমতো চাকরি বাড়ছে না। এমনকি অনেক মানুষ বাধ্য হয়ে তার ইচ্ছা, সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, মূল্যবোধের সাথে সম্পর্ক নেই এমন পেশা গ্রহণ করছে। এজন্য শুধু একটি পেশাকে নির্ধারণ না করে স্বপ্নের পেশা হিসেবে বেশ কয়েকটি পেশা নির্বাচন করা উচিত।

যেকোনো মানুষ সামান্য মূলধন (টাকা, জায়গাজমি, যন্ত্রপাতি.....) নিয়ে সাবিত্রের মতো নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করতে পারে। একে বলে আত্মকর্মসংস্থান। এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার আনন্দও পাওয়া যায়।

একক কাজ (বাড়ির কাজ) :

- তোমার আত্মকর্মসংস্থানের পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখ

প্রতিবেদনের ক্রমাবলী

- নিজের আগ্রহের বর্ণনা
- নিজের সামর্থ্যের বর্ণনা
- নিজের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা
- নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচনে যে বিষয়কে গুরুত্ব দাও তার বর্ণনা
- তোমার শিক্ষা পরিকল্পনা
- আত্মকর্মসংস্থান পরিকল্পনা
 - ◆ কী করতে চাও ?
 - ◆ কীভাবে করতে চাও ?
 - ◆ কাদের কাছ থেকে কতটুকু সাহায্য নেবে
 - ◆ কী কী সম্পদের দরকার হবে এবং তার উৎস কি?
 - ◆ কীভাবে উপার্জন হবে ?
 - ◆ পেশার সম্প্রসারণ করবে কীভাবে ?
 - ◆ বুকিসমূহ ও তা দূর করার উপায় কী ?

শিক্ষকের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রতিবেদন শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে হবে।

পাঠ : ২১- ৩০

বিদ্যালয়ের আয় সৃজনমূলক কর্মকাণ্ড (এসো আমরা নিজেরা কিছু করি)

তোমরা শিক্ষকের সহযোগিতায় নিচের কাজগুলো করবে।

দল গঠন ও কাজ বট্টন-

যেমন- দল-১: কৃষিশিক্ষার বিষয়বস্তু ব্যবহার করে কৃষি সংক্রান্ত বিক্রয় উপযোগী দ্রব্য তৈরি কর।

দল-২: গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়বস্তু ব্যবহার করে বিক্রয় উপযোগী দ্রব্য তৈরি কর।

প্রত্যেক দল কী কী দ্রব্য তৈরি করবে তার তালিকা তৈরি করবে এবং প্রত্যেকে নিজেদের কাজ ঝুঁকে নাও।

প্রত্যেকে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করবে ও অন্যদের তা তৈরিতে সাহায্য করবে।

দ্রব্যগুলোকে বিক্রয় আকর্ষণীয় এবং উপযোগী করবে ও দাম নির্ধারণ করবে।

মেলার জন্য স্থান ও সময় নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

মেলায় নিজেদের তৈরি জিনিস প্রদর্শন ও বিক্রি কর।

মেলা থেকে প্রাপ্ত অর্থ কী কাজে ব্যয় করা হবে তা নির্ধারণ কর।

মেলা থেকে কী কী শিখলে তা দলে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় কোনটি?
 - ক. প্রশিক্ষণ
 - গ. বই পড়ে শেখা
 - খ. আত্মিয়দের কাছে শেখা
 - ঘ. টিভি দেখে শেখা
২. নিজের কর্মসংস্থান নির্বাচনের সময় কোন বিষয়টি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ?
 - ক. আগ্রহ
 - গ. বন্ধুর ইচ্ছা
 - খ. সামর্থ্য
 - ঘ. ব্যক্তিত্ব
৩. পোর্টফলিও হলো-
 - i. তোমার সম্পর্কে তোমার বাবা-মায়ের ইচ্ছা ও আগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য
 - ii. তোমার দক্ষতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত তথ্য
 - iii. শ্রেণিকক্ষ ও বাড়িতে তোমার করা কাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

 - ক. i
 - খ. i ও iii
 - গ. ii ও iii
 - ঘ. i, ii ও iii
৪. আত্মকর্মসংস্থানের ফলে ব্যক্তির-
 - i. আত্মসম্মানবোধ বাড়ে
 - ii. সাফল্যলাভের সুযোগ কমে যায়
 - iii. স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

 - ক. i
 - খ. i ও iii
 - গ. ii ও iii
 - ঘ. i, ii ও iii

উচ্চপক্ষ পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সায়মা ছোটবেলো থেকেই মানুষের সেবা করতে চায়। সে অসুস্থদের সেবা করার লক্ষ্যে নার্সিং পেশা বেছে নেয়। কাজ আরও ভালো করার জন্য সে বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

৫. উচ্চতর প্রশিক্ষণের ফলে সায়মার প্রধানত: কোনটির উন্নয়ন হবে?
 - ক. আবেগ
 - খ. দক্ষতা
 - গ. আগ্রহ
 - ঘ. আত্মবিশ্বাস
৬. সায়মা এই বিষয়টি অর্জন করতে পারে-
 - i. নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে
 - ii. হাতে-কলমে বেশি বেশি কাজ করে
 - iii. সাহসের সাথে কাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

 - ক. i
 - খ. i ও ii
 - গ. ii ও iii
 - ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

সাদিয়া একটি গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ভালো নম্বর পেয়েছে। সে গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল ধৰ্মাখান সমাধান করতে ভালোবাসে। বিভিন্ন ধরনের যত্নপাতির প্রতিও তার খুব আগ্রহ। সে তার মায়ের সেলাই মেশিনটি নষ্ট হলে মেরামত করে। সবাই তার এসব কাজে খুব খুশি।

- ক. ব্যক্তিত্ব কী?
- খ. সামর্থ্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. সাদিয়ার প্রবণতাটি কোন ধরনের? বর্ণনা কর।
- ঘ. অষ্টম শ্রেণি শেষে সাদিয়ার কোন শাখা নির্বাচন করা উচিত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

২০১৮
শিক্ষাবর্ষ
৮-কর্ম ও জীবন

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য